ইঞ্জিনিয়ার্স নিউজ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রকাশনা
৫০তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা জুন-নভেম্বর ২০২৫ খ্রি.

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি প্রকৌশল বিষয়ক যেকোনো লেখা
iebnews48@gmail.com **ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।**

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

সম্মানিত লেখক-পাঠকদের প্রতি

- চিঠিপত্র, বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন ঃ জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- ধারাবাহিক ঃ স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- মুক্তমঞ্চ ঃ প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- প্রযুক্তি বিতর্ক ঃ তেল, গ্যাস, আহরণ, বিতরণ, বিপনন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- গ্রীণ টেকনোলজি ঃ গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব ঃ প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- উদ্ভাবন ঃ নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঃ বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।
- প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব ঃ নবীন প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- সাক্ষাৎকার ঃ গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- অতিথি কলাম ঃ অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- **বিশেষ কার্যক্রম ঃ** জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।

আইইবি-এর প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

সম্পাদকীয়

‘উন্নত জগৎ গঠন করুন’ এই প্রত্যয়কে ধারণ করে যাত্রা শুরু করেছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। ইতোমধ্যে সাতাত্তর বছর অতিক্রান্ত করেছে জাতীয় প্রকৌশল পেশাজীবী এ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিসর যেমন বেড়েছে- দায়িত্বও তেমন বেড়েছে। “বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড প্রণয়নে আইইবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দেশে বর্তমানে ভূমিকম্প প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরের নভেম্বর মাসেই কয়েকবার ভূমিকম্প হয়েছে। ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে আগাম সতর্কতার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) বাস্তবায়নে প্রকৌশলীদের অগ্রণী ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। প্রকৌশলীরা সচেতন ও দায়িত্বশীল হলে এবং বিএনবিসি শর্ত মেনে স্থাপনা নির্মাণে উদ্যোগী হলে ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমরা অনেকটাই রেহাই পাবো।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) তথা বাংলাদেশের প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ‘ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ’ ৫০তম বর্ষ ২য় সংখ্যা জুন ২০২৫ থেকে নভেম্বর ২০২৫ এই সময়সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন বর্তমান সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। পানি নিয়ে একটি মূল্যবান নিবন্ধ এ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পানি আমাদের একটি মূল্যবান সম্পদ। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার এবং পানির অপচয় রোধে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার সবারই সমান দায়িত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সৃজনশীল নেতৃত্ব যথাযথ ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ গড়া কেবল সময়ের ব্যাপার। সরকার পরিবর্তন হয় সমাজ কাঠামো পরিবর্তন হয় না। এই অনড় অচল পাথর স্তব্ধতা ভেঙ্গে নতুন সমাজ নির্মাণের নেপথ্য কারিগর হচ্ছে দেশের প্রকৌশলীগণ। সততা, দক্ষতা, নীতি নিষ্ঠভাবে প্রকৌশলীগণ যার যার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ঠ হবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

বর্তমান সংখ্যায় আইইবি সদর দফতর, কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র ও চ্যাপ্টারসমূহের সংবাদ জুন ২০২৫ খ্রি. থেকে নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছে। আশা করি বর্তমান সংখ্যার লেখাগুলো পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রিয় পাঠক,
আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজের মতামত, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা যে কোনো লেখা ও ছবি সম্পাদকীয় বিভাগের ইমেইলে পাঠাতে পারেন।

পরিশেষে সকলের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের।

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

[সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, এফ/৩০৩০

সম্পাদক
অধ্যা. ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, এফ/৮৯৬০

সম্পাদকীয় সহকারী
প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জ্বল, এফ/১৪২১৪

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, এফ/৯৭৯৭
প্রকৌশলী কে. এম. ফারজাদুল ইসলাম, এফ/১৪১৪২
প্রকৌশলী মো. ফারুকুল ইসলাম জনি, এম/৩৫১৫৫
প্রকৌশলী মো. মেসবাহুল ইসলাম বরাত, এম/৪৪৭৭০
প্রকৌশলী ইয়াছিন শারাফাত শিপলু, এম/৪৫২৬২
প্রকৌশলী সাঈদ হাসান, এম/৪৬৯৯০

সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (একা. এন্ড প্রকা.)
মো. জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)
শেখ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ

গ্রাফিক্স
মো. আরাফাত মিয়া

নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ
ইমেইল ঃ iebnews48@gmail.com
(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

সম্পাদকীয় কার্যালয়
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর
রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-৫৫১১০৩২৭, ০২-৫৫১১০৪২১
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫১১০৩২৮
ই-মেইল : iebnews48@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.iebbd.org

এই সংখ্যায়

পানি নিয়ে ভাবনা: প্রয়োজন টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা
প্রকৌশলী রঞ্জন কুমার সরকার, এফ/১২৭২০

Spontaneous crack of fully-tempered (FT) glass
Engr. A H Md. Matiur Rahman PEng. F/02013

পানি নিয়ে ভাবনা: প্রয়োজন টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা

প্রকৌশলী রঞ্জন কুমার সরকার, এফ/১২৭২০

জীব জগতের অস্তিত্বে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখছে পানি। মানুষের জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেনের পরই পানি দ্বিতীয় উপাদান। মানুষের রক্ত ও কোষে পানি অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে থাকে। মানব দেহে ২৫ শতাংশ অক্সিজেন পানি থেকেই আসে। নিয়ম মেনে পানি পান করলে দেহের ওজন কমানো থেকে শুরু করে ক্যান্সারের ঝুঁকি পর্যন্ত কমানো সম্ভব। পানির রাসায়নিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্য এটি কে অন্যান্য তরলের চেয়ে বেশি পদার্থ দ্রবীভূত করতে সক্ষম। পৃথিবীর সবধরনের প্রাণী, গাছপালা, তরুলতা সবাই পানির ওপর নির্ভরশীল। ধান পানি পছন্দকারী উদ্ভিদ হলেও এটা কোনো ভাবেই জলজ উদ্ভিদ নয়। তবে বোরো মৌসুমে ধানে প্রচুর সেচ লাগে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, ১ কেজি ধান উৎপাদনে জাত ও স্থান ভেদে ১৫০০-৪০০০ লিটার পানি প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাহলে ০১ বিঘা জমিতে কি পরিমাণ ধান হয় আর সেটা উৎপাদনে কত পানির প্রয়োজন হয় তা সত্যি ভাববার বিষয়। কৃষি কাজের পাশাপাশি শিল্প কারখানা, সার কারখানা সহ অন্যান্য সকল কারখানাতেই প্রচুর পানির প্রয়োজন পড়ে।

পর্যাপ্ত ও নিরাপদ খাওয়ার পানি মানবাধিকার ধারণার পূর্বশর্ত। বিষাক্ত পানি পান করে রোগ জটিলতায় মৃত্যুবরণ পর্যন্ত ঘটতে পারে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, আগামী দিনে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ হবে পৃথিবীর অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ। আমাদের পরিবেশগতভাবে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় পানির যথার্থ ব্যবহার এবং পরিচর্যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। পানি শুধু আমাদের তৃষ্ণাই মেটায় না, প্রতিদিন আমাদের যে পরিমাণ ক্যালরি খরচ হয়, এর ৮০ শতাংশই পূরণ করে দেয় পানি। সারাদিন আমরা যত ধরনের খাবার খাই, তারমধ্যে একমাত্র পানিই ক্যালরি, ফ্যাট, শর্করা ও চিনিমুক্ত থাকে। আমাদের জীবদেহ গঠনের একক 'কোষ'-এর প্রোটোপ্লাজমের ৯০ শতাংশ পানি দিয়ে তৈরি। যদি কোনো কারণে দেহে পানির অভাব হয়, তাহলে এই প্রোটোপ্লাজমগুলো কুঁচকে যায় এবং নষ্ট হয়ে যায়। বিপাকীয় কাজগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হতে থাকে, জীব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দীর্ঘ মেয়াদে পানির অপর্যাপ্ততা নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। পর্যাপ্ত পানি পান না করলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ কারণে পানিকে Fluids of lives বা পানির অপর নাম জীবন বলা হয়ে থাকে। তাপ সঞ্চালন, পৃষ্ঠের টান, উচ্চ ফুটন্ত, গলনাঙ্ক এবং আলোকে প্রবেশ করতে দেওয়ার ক্ষমতা পানির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। শক্তি উৎপাদনে পানির প্রয়োজন আবার পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজন শক্তি। বর্তমানে পৃথিবীর ১৬ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় পানি-প্রকল্প থেকে।

এ ছাড়া ৮০ শতাংশ শক্তি উৎপন্ন হয় তাপ বিদ্যুৎ থেকে, যা পানি ছাড়া সম্ভব নয়।

পানির অপর নাম মরণও হতে পারে। এক ফোঁটা নোংরা পানিতে পাঁচ কোটিরও বেশি জীবাণু থাকতে পারে। বন্যা ও খরা বিশুদ্ধ পানির উৎস কে ধ্বংস করে দেয়; যার ফলে কলেরা, ডায়রিয়া ও টাইফয়েডের মতো বিভিন্ন পানিবাহিত রোগের ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রকাশিত গবেষণামতে, পাইপ লাইনের পানির ৮০ শতাংশেই ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। পুকুর ও টিউবওয়েলের পানিতেও এই ক্ষতিকর অণুজীবের অস্তিত্ব মিলেছে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহের জন্য ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া কে দায়ী করা হয়। জৈব ও অজৈব দূষকযুক্ত পানি পান করলে চর্মরোগ, যকৃৎ বিকল, কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হওয়া, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, কার্সিনোজেন, ফুসফুসের কার্যকারিতা ধ্বংস হতে পারে। ভারী ধাতু মিশ্রিত পানি পান করলে দেহের এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট, মস্তিষ্ক ও হাড়ের ক্ষয় এবং পঙ্গুত্ব হতে পারে। শুধু পানি দূষণের কারণেই প্রতিদিন বিশ্বে প্রায় এক হাজার চারশ'র বেশি এবং বাংলাদেশে প্রায় ৮০ জন লোকের মৃত্যু হয়।

ভূপৃষ্ঠের প্রায় ০৪ ভাগের ৩ ভাগ পানি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকলেও এই বিপুল জলরাশির মধ্যে ৯৫% লবণাক্ত এবং ৫% মিঠা (৪% বরফ ও ১% তরল) পানির অর্ন্তভুক্ত। সর্বমোট পানির ১% তরল মিঠা পানি, তাও আবার বিভিন্ন অবস্থানে বিরাজ করছে। এর মধ্যে ০.৯৯% শতাংশ ভূগর্ভস্থ পানি। মতান্তরে পৃথিবীর মোট জলভাগের প্রায় ৯৭.৩ শতাংশ হচ্ছে নোনা পানি আর বাকি ২.৭ শতাংশ হচ্ছে স্বাদু পানি। বিশ্বে স্বাদু পানির প্রায় ৬৯ শতাংশ রয়েছে ভূগর্ভে আর ৩০ শতাংশ মেরু অঞ্চলে বরফের স্তূপ হিসেবে জমা আছে এবং মাত্র ১ শতাংশ আছে নদী ও অন্যান্য উৎসে।

ভূগর্ভস্থ পানি অধিক উত্তোলনের কারণে প্রাকৃতিক পানি সম্পদের ওপর প্রতিনিয়ত চাপ বাড়ছে। এ চাপ মোকাবেলায় নদী অববাহিকায় উজানের দেশগুলো কৃষি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি সংরক্ষণের জন্য গড়ে তুলছে বিশালাকার বাঁধ বা ড্যাম। উজানের দেশগুলোর বাঁধ নির্মাণের কারণে ভাটি অঞ্চলের দেশগুলোতে পানির প্রবাহ কমে যাচ্ছে; যার চরম খেসারত দিতে হচ্ছে নিচু অঞ্চলকে। এ ছাড়া নদীগুলোতে পলি জমা হয়ে নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে পানির প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। বিশ্বের ২৭৬টি নদী অববাহিকার পানি সীমান্ত অতিক্রমী এবং বিশ্ব জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের প্রাথমিক পানির উৎস সীমান্ত অতিক্রমী এসব নদী। বিশ্বে সবার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে হলে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক ও সহযোগিতাময় পরিবেশ থাকা জরুরি।

ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও অন্যান্য চাহিদা মেটাতে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ বাড়ছে। বাংলাদেশে কৃষি কাজে ব্যবহৃত মোট পানির ৭৮ শতাংশ হচ্ছে ভূগর্ভস্থ। বিএডিসির গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজধানী ঢাকার পানির স্তর সমুদ্র পৃষ্ঠের ১৬০ ফুট নিচে নেমে গেছে।

পানি সংকট একটি বৈশ্বিক সংকট। পরিবেশ বিপর্যয়, বিশ্বায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পায়ন, নগরায়ণ, পানি দূষণ ও অপচয় হলো পানি সংকটের অন্যতম কারণ। এ ছাড়া যথাযথ অবকাঠামোর অভাব এবং জোর পূর্বক অভিবাসন বা শরণার্থী সংকট ও পানি সংকটের জন্য দায়ী। মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে এই সংকট। ওয়াটার এইডের গবেষণামতে, সুপেয় পানি পাচ্ছেনা দেশের প্রায় আড়াই কোটি মানুষ।

নিরাপদ পানির অধিকার বঞ্চিত বিপুল জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই চরম দরিদ্র। সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছে নারী ও শিশুরা। ২০৩৫ সালে বিশ্বে পানির চাহিদা ৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৫০ সালে চরম পানি সংকটে পড়বে বিশ্বের ৫০০ কোটি মানুষ। এত বিপুল চাহিদার জোগান নিয়ে আতঙ্কে আছে উন্নত বিশ্ব। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়া তাদের জ্বালানি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পানির সংকটে পড়তে পারে।

ক্রমবর্ধমান পানি সংকট বিশ্বব্যাপী চরম অস্থিরতার সৃষ্টি করতে পারে। বিজ্ঞানীরা পানি সংকটের পেছনের প্রধান কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনকে আখ্যায়িত করেছেন। মেরু অঞ্চলে জমে থাকা বরফের স্তূপ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে নোনা পানির প্রবেশ বাড়ছে। এ ছাড়া ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক, পারদ, লোহা, ক্রোমিয়াম, নাইট্রেট, ফ্লোরাইড এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থ ও দূষক বিশুদ্ধ পানি সংকটের অন্যতম কারণ। বর্তমানে যে পরিস্থিতি, তাতে সংকট সমাধানে পুরো বিশ্বে পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন করে চিন্তার সময় এখনই। এ ছাড়া ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

জলবায়ু বিষয়ক জাতিসংঘের প্যানেলের গবেষণা বলছে, প্রতি ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ২০ শতাংশ বিশুদ্ধ পানি কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি সংস্থাটি সারা বিশ্বের জন্য অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে সুপেয় ও বিশুদ্ধ পানির স্বল্পতাকে। লাতিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় পানির প্রবল ঘাটতি আঞ্চলিক সংঘাতকে উসকে দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াটার ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন তাদের সর্বশেষ গবেষণায় জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার সাম্প্রতিক অস্থিরতার পেছনে রয়েছে পানি সম্পদের বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে দেশে পানির স্বল্পতা ও আন্তঃ রাষ্ট্রীয় বিবাদ বিশ্বে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনতে পারে এবং এ কারণে নিরাপদ সুপেয় পানি প্রাপ্তি হবে আগামী বিশ্বের বড় চ্যালেঞ্জ। সুপেয় পানির পরিমাণই যেখানে দিনদিন কমছে, সেখানে বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলো এই নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি সম্পদের জন্য লড়বে শিগগিরই, সেটি নিশ্চিত।

পানি ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ব্যবস্থা হচ্ছে পানির পুনর্ব্যবহার এবং সমুদ্রের পানি নির্লবণীকরণ। এই পদ্ধতি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের কাতার, ইসরায়েলসহ আরো অনেক দেশ সমুদ্র থেকে নোনা পানি তুলে পরিশোধন করে নিয়ন্ত্রিত চাষাবাদ করছে। জাপানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশ দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য দুই ধরনের পানি ব্যবহার করে। সেখানে সরকারি বিধান অনুযায়ী সব আবাসিক-অনাবাসিক, সরকারি-বেসরকারি ভবনে পানীয় জলের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হয় এবং অন্যান্য ব্যবহারের জন্য অপর লাইনে ভূপৃষ্ঠের পানি ব্যবহার করা হয়। অনেক ভবনে ব্যবহৃত ভূপৃষ্ঠের পানি ফিল্টার করে পুনর্ব্যবহার করার ব্যবস্থা থাকে। এ ছাড়া পৃথিবীর অনেক দেশে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে, ফিল্টার করে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ৬ নম্বরটি সুপেয় পানি নিয়ে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে শত ভাগ নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। বৈশ্বিক পানি সংকট মোকাবেলা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য পানি, খাদ্য ও পরিবেশগত নিরাপত্তা অর্জন ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নিরাপদ পানি প্রাপ্তিকে মৌলিক অধিকার ঘোষণা করার পরও বিশ্বের ৭৮ কোটি ৩০ লাখ মানুষ এই সুবিধা থেকে এখনো বঞ্চিত আর বাংলাদেশে এই সংখ্যা দুই কোটি ৬০ লাখ। অনিরাপদ পানীয় জলের কারণে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শিশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

রাজধানীতে গ্রীষ্মে পানিসংকট নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। গ্রীষ্মের পরও পানি সংকট থাকবে আগামী দিনগুলোতে এমন আশংকা পানি ও নদী গবেষকদের। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, রাজধানীর পার্শ্ববর্তী নদীসমূহকে দূষণমুক্ত করে পানির প্রবাহ বাড়ানো না গেলেও ১৫ বছরের মধ্যে পানির অভাবে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে ঢাকা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে এখনই সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়ারও তাগিদ দিয়েছে তারা। তাছাড়া দেশের অন্যান্য এলাকার মতো ঢাকাতেও ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুতগতিতে নিচে নেমে যাচ্ছে। ১৯৭০ সালে ৪৯টি গভীর নলকূপ ছিল ঢাকা মহানগরীতে। এখন ঢাকার চার পাশের নদীগুলোর পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায় সুপেয় পানির চাহিদার শতকরা ৭৮ ভাগ গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করছে ওয়াসা। এতে ৯০০টি নলকূপের ব্যবহার হচ্ছে। নদীর পানি দূষণের অজুহাতে ওয়াসা একের পর এক নলকূপ বসিয়ে যাচ্ছে। তবে ওয়াসা কে নদীর পানি দূষণরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজধানীতে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর প্রতি বছর ১০ ফুট করে নিচে নেমে যাচ্ছে। অপরদিকে মনুষ্য বর্জ্য ও শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য সরাসরি ফেলা হচ্ছে নদীতে। ফলে বেড়েই চলেছে নদীদূষণের মাত্রা। অন্য দিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবণাক্ত পানি উজানে প্রবাহিত হচ্ছে। নদী দূষণমুক্ত ও পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা না হলে এবং বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে পানির অভাবে ঢাকা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার ও জলবায়ু পরিবর্তনে করণীয় শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এ ধরনের উদ্বেগজনক তথ্য উঠে আসে। সম্প্রতি রাজধানীতে বাংলাদেশ পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন (বাপা), বাংলাদেশ নিরাপদ পানি আন্দোলন (বানিপা) ও মানবাধিকার উন্নয়ন কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অন্য দিকে, দিন দিন রাজধানীতে বাড়ছে মানুষ, বাড়ছে পানির চাহিদা। পানির বর্ধিত চাহিদা পূরণে ভূর্গভস্থ পানি উত্তোলন ক্রমাগত বাড়তে থাকায় দ্রুত নামছে পানির স্তর। রাজধানীর বাইরে পানি উন্নয়ন বোর্ড সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা

১ হাজার ২৭২টি কুপের মাধ্যমে দেশের ভূর্গভস্থ পানির বাড়া-কমা পর্যবেক্ষণ করে। তাদের হিসাব অনুযায়ী ঢাকায় ১৯৯০ সালে ১৩০টি গভীর নলকূপ দিয়ে পানি উত্তোলন করা হতো। তখন সাড়ে ২২ মিটার নিচ থেকে পানি পাওয়া যেত। ২০০৫ সালে নলকূপের সংখ্যা বেড়ে হয় ৪২৩, পানির স্তর নামে ৫৪ মিটার। ২০২০ সালে এসে নলকূপের সংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়ে গেছে। আর পানির স্তর নেমেছে ৭৪ মিটার।

অন্য দিকে কৃষিতে সেচের পানির ব্যবহার বাড়ছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) হিসাব অনুযায়ী দেশের প্রায় ৫৫ লাখ হেক্টর জমি সেচের আওতায় রয়েছে। শুকনা বোরো মৌসুমে সেচের পানির প্রায় ৭৫ ভাগের উৎস ভূর্গভস্থ পানি। দেখা যাচ্ছে, সেচের জন্য ১৯৮৫ সালে দেশে নলকূপের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩৩ হাজার ৮০০। ২০১৯ সালে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখ।

বরেন্দ্র অঞ্চলে এখন পানির স্তর প্রতি বছর নামছে এক ফুট করে। এক দশক আগে গড় নামার হার ছিল আধাফুট। পানির খরচ বেশি হওয়ায় পাশা পাশি ভূর্গভস্থ পানির অপব্যবহার হচ্ছে প্রচুর। ঢাকাসহ নগরের বাইরে উপজেলা পর্যায়ে পানির সরবরাহে নিয়োজিত রয়েছে ডিপিএইচই। ঢাকাসহ পাঁচ মহানগরে আছে পাঁচ ওয়াসা। আর সেচ কাজে আছে বিএডিসি। ডিপিএইচই বা ওয়াসা বা বিএডিসির মতো পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূর্গভস্থ পানির সুরক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা থাকা অত্যাবশ্যক। ভূর্গভস্থ পানির স্তর রক্ষায় ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকা ওয়াসার ৭০ ভাগ পানি ভূউপরস্থ উৎস থেকে নেয়ার লক্ষ্য রয়েছে। পানি সংশ্লিষ্ট অন্য যেসব প্রতিষ্ঠান আছে তাদের মধ্যে সমন্বয় দরকার। অথচ বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ বাস্তবায়নের জন্য ২০১৮ সালে বিধিমালা প্রণয়ন হয়। বিধিমালা অনুযায়ী গৃহস্থালী ব্যবহার ছাড়া ভূর্গভস্থ পানির উত্তোলনে লাইসেন্স প্রদান, মনিটর করে যাচ্ছে উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ওয়ারপো।

প্রসঙ্গত: বায়ু মণ্ডলে অতি মাত্রায় কার্বন নিঃসরণের ফলে ক্রমাগত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, দ্রুত জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশেও ক্রমশ সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে পরিবেশ প্রকৃতি। সাম্প্রতিক কালে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, হঠাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের ঘনঘন আনাগোনায় বাংলাদেশের জনজীবন, কৃষি, ভৌত অবকাঠামো বিপর্যস্থ হচ্ছে। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে সবচেয়ে অধিক ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশে ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে এমন সতর্ক মন্তব্য পরিবেশ অধিদপ্তরের। তাদের মতে, ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার কারণে দেশের সমুদ্র উপকুলীয় অঞ্চলের ১৮ শতাংশেরও বেশি পানির নিচে স্থায়ীভাবে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। নদী ভাঙ্গন ও ঝড়ো জলোচ্ছাসের কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালীর দুই কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হওয়ার আশংকা রয়েছে।

বর্তমানে পানি অতিরিক্ত উত্তোলনের কারণে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। মূলতঃ পানি উত্তোলন করা হয় ২ ধরনের যন্ত্র দ্বারা। যথা: অগভীর নলকূপ ও গভীর নলকূপ। নিম্নে দুই ধরনের পানি উত্তোলনকারী যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি উলেখ করা হল :

১। অগভীর নলকূপ: এ ধরনের নলকূপ এ মোটর বা ব্রাকেট বা পাম্প মাটির উপর থেকে সাকশন মুডে ভূগর্ভস্থ পানি তুলে আনে। এগুলো মোটামুটি ২৩-২৬ ফুট নিচ থেকে পানি টেনে তুলতে পারে। যেমন: হ্যান্ডটিউবওয়েল, স্যালোমেশিন।
২। গভীরনলকূপ: এ ধরনের নলকূপ এ মোটর বা ব্রাকেট বা টারবাইন/পাম্প মাটির নিচে বোরিং এর মধ্যে নামিয়ে দেয়া হয়। বর্তমানে মোটরসহ পানির নিচে নামিয়ে দেয়া হয় (সাব মার্সিবল)। এরা মাটির নিচ থেকে ফোর্স মুডে (ধাক্কা দিয়ে) পানি উপরে তুলে দেয়। ফলে পানির স্তর নিচে নামলেও সমস্যা হয় না। এভাবে মাটির অনেক গভীর হতে পানি তোলা হয় এবং স্বাভাবিকভাবে বন্যা বৃষ্টিতে মাটির নিচে পানি অনুপ্রবেশ করে আবার রিচার্জ হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমানে শুধুই উত্তোলন হচ্ছে, সে তুলনায় রিচার্জ এর সুযোগ অনেক কম।

বর্তমানে অনেক এলাকায় পানির স্তর নেমে যাওয়ায় টিউবওয়েল এর ব্রাকেট লম্বা রডের মাধ্যমে ৫০-৮০ ফুট নিচে পাইপের মধ্যে স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া স্যালোমেশিন গর্ত করে ২০-৩০ ফুট গভীরে নিয়ে স্থাপন করা হচ্ছে। এভাবে অত্যাধিক পানি তোলায় এবং রিচার্জ পুরোপুরি না হওয়ায় বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে:

১। আয়রণ, আর্সেনিক বা সীসা এর লেয়ার কাছাকাছি চলে আসছে। জন জীবনে ক্ষতির সম্ভাবনা; ২। মাটির নিচে পানি গিয়ে পুনরায় রিচার্জ না হলে সেখানে ফাঁপা বা ভ্যাকুম থাকছে। ফলে ভূমিধস (ল্যান্ড সাবসিডেন্স) হওয়ার আশংকা; ৩। দেশের দক্ষিণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেশি, আবার সমতল এলাকায় মাটির নিচে ফাঁকা, ফাঁপা থাকায় সমুদ্রের লোনা পানি এ ফাঁপা জায়গায় প্রবেশের (সি-ওয়াটার-ইনট্রুশন) চেষ্টা করবে । এতে করে জন জীবন ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৪। পানি তুলতে ব্যবহৃত পাম্পসমূহ, বোরিং হাউজিং অকার্যকর হয়ে পড়ছে। ফলে এগুলো পরিবর্তন করতে হচ্ছে। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে অনেক এলাকায় সেচ পাম্পসমূহ বন্ধের উপক্রম প্রায়।

পানির স্তর নেমে যাওয়ার কারণসমূহ : অত্যাধিক পানি উত্তোলনসহ নিম্নোক্ত কারণে পানির স্তর নেমে যেতে পারে:

১। অত্যাধিক ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা, পরবর্তীতে সে অনুযায়ী রিচার্জ না হওয়া; ২। গৃহস্থালি হতে শুরু করে সেচ বা অন্যান্য কাজে পানির অপচয় করা; ৩। শিল্প কারখানাগুলোতে প্রচুর পানি ব্যবহার করা; ৪। শহর এলাকায় মাটি পাকা/ ঢালাই হওয়ায় বৃষ্টির পানি মাটির নিচে প্রবেশ করতে না পারা; ৫। বর্তমানে তুলনামূলকভাবে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় মাটির নিচে পানি না প্রবেশ করা; ৬। বিভিন্ন নদ নদীর/শাখা নদী/উপনদী/খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় বা উজানে (আপস্ট্রিম) এগুলোর মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বন্যার পানি অবস্থান করতে পারছেনা বা মাটির নিচে অনুপ্রবেশ ঘটছেনা; ৭। বর্তমানে বৃষ্টিপাত হাই ইনটেনসিটিতে হচ্ছে ফলে তার বড় অংশ দ্রুতগড়িয়ে (রান-অফ) তা নিম্ন এলাকায় চলে যাচ্ছে। এতে করে মাটিতে প্রবেশ কম হচ্ছে; ৮। আবার অনেক ক্ষেত্রে খালে বিলে পানি আসলেও তা দ্রুত ড্রেনেজ করে বের করে দেয়া হচ্ছে। ফলে পানি জমে না থাকায় মাটিতে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ কম থাকছে; ৯। সাধারণত: নদীগুলোর উৎপত্তি স্থলে পাহাড়ে বরফ গলে তা লিচিং হয়ে মাটির নিচে প্রবেশ করে। তা পরবর্তীতে নদীতে আসার কথা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পাহাড় হতে এভাবে বরফ গলে মাটির নিচে যাচ্ছে না ফলে নদী থেকেই উল্টোভাবে পানি পাহাড়ী মাটির নিচে যাচ্ছে। এতে করে নদী শুকিয়ে যাওয়ায় ভাটিতে (ডাউনস্ট্রীম) পানি পাচ্ছে না।

পানির স্তর ঠিক রাখতে করণীয়: পানির স্তর ঠিক রাখতে হলে পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

১। সকল ক্ষেত্রে পানির অপচয় রোধ করা। যেমন-বোতলজাত পানি কিনলে যে রকম হিসেব/যত্ন করে ব্যবহার করা হয় তেমনি গ্রাউন্ড ওয়াটার কেউ যত্ন করে ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ যতটুক সম্ভব কম পানি ব্যবহার করা।

২। শহরে পাকাবাড়ি করার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২০-২৫% জায়গা কাঁচা রাখা দরকার, যেন বৃষ্টি হলে চুইয়ে মাটির নিচে পানি প্রবেশ করতে পারে।

৩। বিভিন্ন নদী, উপনদী, শাখা নালী, খাল এদের চলার গতিপথ পরিষ্কার করে দেয়া প্রয়োজন। এগুলো খনন করে গভীরতা বাড়িয়ে দেয়া। পাশাপাশি পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা।

৪। এলাকাভিত্তিক কিছু জলাধার বা রিচার্জার প্রস্তুত করা যাতে বন্যার বৃষ্টির পানি ধরে র   াখা যায়।

৫। সেচের ক্ষেত্রে স্বল্প জীবনীর ধান চাষ করা বা ধানচাষে সবসময় দাড়ানো পানি না রেখে পর্যায়ক্রমে ভিজানো-শুকানো (AWD) পদ্ধতি অনুসরণ করা । সেচ কম লাগে এমন শস্য চাষ করে অর্থাৎ ক্রপিংপ্যাটার্ন পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৬। যত্রতত্র ইচ্ছেমত বোরিং না করে ভূগর্ভস্থ পানির নীতিমালা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর বোরিং করা।

৭। পুকুর, নদী, খাল অর্থাৎ ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানো ইত্যাদি।

পানি ছাড়া মানব অস্তিত্ব অসম্ভব। আন্তর্জাতিক আদালত ও বিভিন্ন দেশের স্থানীয় আদালত পানি কে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জলবায়ু সংকট আরো প্রবল হলে বৈশ্বিক সুপেয় পানির সংকট আরো বহুগুণে বেড়ে যাবে। দেশের কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিশুদ্ধ পানির অধিকার প্রতিষ্ঠায় এখন থেকে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। ভূগর্ভস্থ পানি শুধু পানীয় জল হিসেবেই ব্যবহার করা উচিত।

বৃষ্টি প্রধান এ দেশে বর্ষা মৌসুমে পানিকে অবশ্যই ধরে রাখার পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলারক্ষাবাহিনী ও প্রশা সনকে এসব উদ্যোগের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। বিশুদ্ধ পানির উৎসগুলো রক্ষা এবং জনগণকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের অঙ্গীকার সামনে রেখে সরকারকে আগামী দিনের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে প্রয়োজন পানির টেকসই ব্যবহার। আসুন সবাই মিলে পানির ব্যবহারে সচেতন হই, পানির অপচয় রোধ করি। ধরিত্রীকে বাসযোগ্য করে রাখতে সহযোগিতা করি।

তথ্যসূত্র:

১। Ground Water. Bz H.M. Raghunath.Water Resouces Specialist, New Delhi.

২। প্রফেসর ড. এম. জি. মোস্তফা আমিন, আইডবিব্লউএম বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

৩। কৃষিবিদ ড. মো. আবু সায়েম, উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর।

৪। ড. মো. আল-মামুন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

৫। জনাব মোতাহার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিষ্ট ফোরাম।■

লেখক পরিচিতি : প্রকৌশলী রঞ্জন কুমার সরকার, এফ/১২৭২০
ডিজিএম, নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১

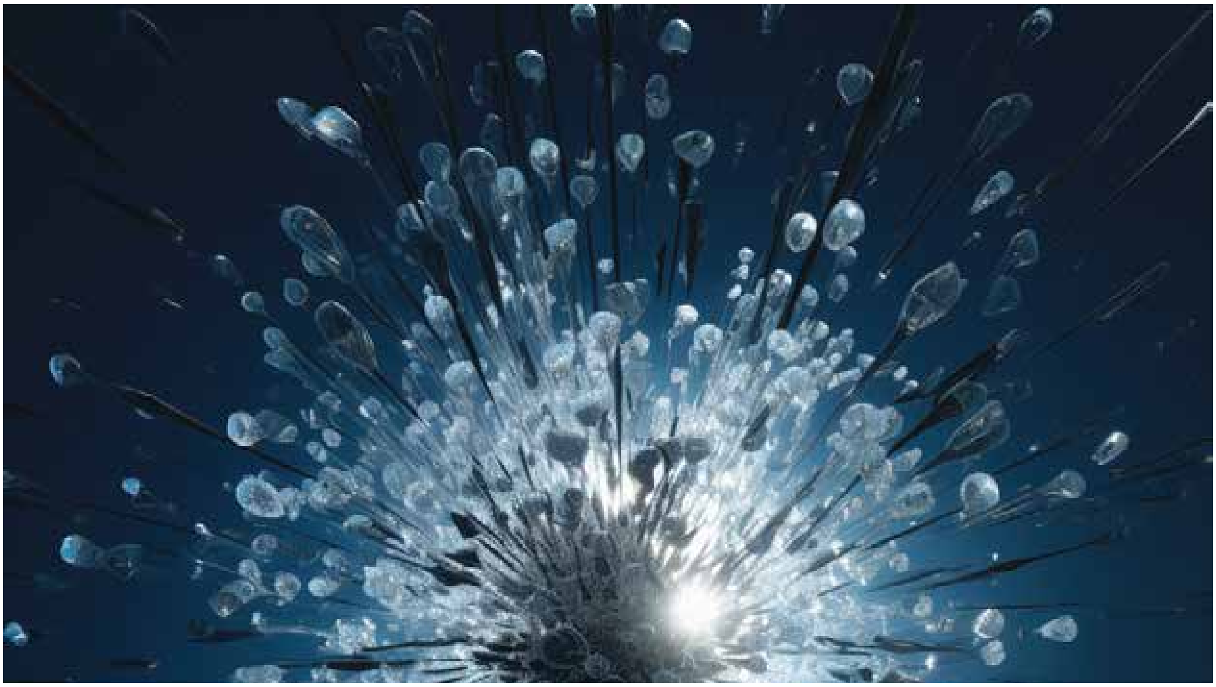

Spontaneous crack of fully-tempered (FT) glass

Engr. A H Md. Matiur Rahman PEng. F/02013

Summary : Spontaneous crack of tempered glass is a phenomenon mainly associated with inclusion of Nickel Sulphide (NiS) in the manufacturing process of annealed glass apart from other reasons like damaged glass edge, frame contact with glass etc. The phenomenon was first acknowledged in 1940 but the first documentation happened in 1961. Since then, there has been extensive research by many companies, institutions and scientists to identify, prevent and resolve the issue. But still now, NiS could not be removed altogether. NiS has different high and low temperature crystalline structures, namely the Alpha phase and Beta phase. In the fast cooling process used to convert annealed glass into tempered glass, there is insufficient time to complete the phase transition of NiS from alpha to beta. The inclusion, therefore, are trapped in the glass in their high temperature alpha-phase. Over long period of service, an increases in volume by 2 -4 percent takes place during transition from alpha phase to beta phase. The expansion due to beta phase creates very high localized tensile stress at the glass-NiS interaction surface, which ultimately leads to fracture. As tempered glass is considered as safety glass, International Building Code (IBC) and other codes define specific areas where safety glazing is required such as doors, windows, glass railing, point fixing glass and other glass panes that are susceptible to human impact. Alternately, if tempered glass is used anywhere or everywhere, one should be prepared for occurrences of NiS induced glass failures and replacing broken glass.

Key words: Glass, fracture, fully-tempered, heat-strengthen, spontaneous, Nickel Sulphide, inclusions, alpha phase, beta phase

1.1 What is fully-tempered glass?

Float glass or annealed glass is essentially a super smooth, distortion-free glass that is used for making other glass items such as laminated glass, heat-strengthened glass, fully-tempered

glass, insulated glass unit and so on. Annealed glass when broken gives large fragments with sharp edges, so it is usually not classified as a safety glass.

Out of many types of processed glasses, there are two types of heat-treated glass as per ASTM C 1048:

• Kind HS – Heat-strengthened glass shall be flat glass, either transparent or patterned, in accordance with the applicable requirements of the standard (ASTM C 1036), is further processed to conform with the requirements of heat-strengthened glass.(4)

• Kind FT – Fully-tempered glass shall be flat glass, either transparent or patterned, in accordance with the applicable requirements of the standard (ASTM C 1036), is further processed to conform with the requirements of fully-tempered glass.(4)

While they share some similarities in how they are made, there are a few key differences the user should be aware of. The production process for heat-strengthened and fully-tempered glass is largely the same. Glass sheets are heated to around 650^0 C (1200^0 F) and then rapidly cooled to strengthen the glass. The difference between heat strengthened and fully tempered glass is the speed at which they are cooled, which results in different surface compression and therefore, different overall glass strength and properties. Heating time for both types is 40 -50 seconds per millimeter. Cooling time of tempered glass is very short, lasting only few seconds. Cooling time of heat strengthened glass is higher than tempered glass.

Table 1.1 Comparative properties of Fully-tempered and Heat-strengthened glass (1)

Properties	Fully-tempered Glass (FT)	Heat strengthened glass (HT)
Thermal stress	Up to 250^0 C (482^0 F)	Up to 130^0 C (266^0 F)
Strength	4-times of annealed glass	2-times of annealed glass
Bending strength	120 – 200 N/mm² (17,400 – 29,000 psi)	60 – 100 N/mm² (8,700 – 14,500 psi)
Design stress	50 MPa (7,250 psi)	27 MPa (3,915 psi)
Surface compression	> 69 MPa (10,000 psi)	> 24 - 52 MPa (3500 - 7500 psi)
Safety	Approved as safety glazed for most application	Not approved as safety glazed
Site alteration	Not possible	Not possible
Flatness	Slight bow and corrugation	Bow and corrugation less than tempered glass
Optics	Reasonably good	Good. Comparatively better than tempered glass
Lamination	Minimum 1.52 PVB*	Minimum 0.76 PVB
NiS breakage	Prone	Extremely rare possibility
Heat soaking	Recommended	Not necessary

*Polyvinyl butyral

1.2 Types of glass cracks

Different types of glass (annealed, tempered, laminated) have different breaking patterns. Annealed glass, when broken, typically fractures into large, jagged shards rather than shattering into small pieces. The crack pattern in annealed glass often reveals the point of impact and the direction of force. The crack pattern can provide indication about the cause of breakage. For example, cracks due to impact often radiate outward from the point of impact, similar to a spider web. Fractured annealed glass pieces have generally sharp edges which may cause cut or injury.

1.2.1 Possible causes of tempered glass breakage

Broadly there are four types of causes for tempered glass breakage:

• Impact : A strong impact can shatter the glass, leading to the characteristic diced pattern.

• Edge damage: Damage to the glass edge can initiate a crack that propagate and cause the glass to break.

• Inclusion: Impurities within the glass (like Nickel Sulphide) can create stress points, leading to spontaneous breakage.

• Thermal stress: Rapid temperature change can cause uneven expansion and contraction, potentially leading to breakage.

Apart from these, poor glazing, glass to glass contact, glass to metal contact, very hard setting block can be causes for glass breakage.

Improper or uneven tempering can also cause a post installation breakage. This will happen only if the stress differences on the same pane of glass are very large and this can be easily identified from such breakage. The breakage pattern will be highly non-uniform with some large islands of non-fragmented glass, enclosed or surrounded by much smaller fragments. There are approximately 50 different types of dirt or other inclusions recognized in glass manufacturing, but almost all of them are completely harmless.

Nickel Sulphide is the only exception, and it is a problem in tempered glass only.

In this article, we shall limit our discussion only on NiS-induced spontaneous breakage of tempered glass, because all float glass (including annealed, heat-strengthened [HT], and fully-tempered [FT]) may contain NiS impurities. However, NiS-induced fracture occurs only in fully-tempered [FT] glass.

1.3 Spontaneous fracture of tempered glass

Spontaneous fracture is a term generally applied to the sudden breakage of fully tempered glass without any external stress. If fully tempered glass does crack spontaneously at a certain point, the residual tension built into the glass core drives cracks throughout the plate, producing a diced fracture pattern. Most of the times, a monolithic fully tempered glass will disintegrate and fall out of fixing, but if the fragments do not leave the opening after breakage, as in the case of tempered laminated glass which will almost always stay in place after breakage, one can see a series of primary cracks radiating from the point of origin, in what is commonly called a "starburst" pattern. This pattern is a common result of the glass's inherent stresses being released due to a fracture.

Looking at the broken glass will give an initial impression of glass being hit by a sharp object and the point of origin of breakage will be obvious. On closer examination, at the origin, there will be at least two fragments in the shape of wings of the butterfly (Fig. 1.1) in case of spontaneous crack. This is often called

"Butterfly pattern" or "Double D pattern" or "cat eye pattern".

In such cases, the origin of breakage is generally away from the edge of glass.

While the monolithic glass may still appear to be somewhat intact in some case, a "starburst crack" significantly weakens the glass and its ability to withstand further stress. Most common reason for such type of glass fracture is the inclusion of NiS impurity in the glass.

Fig. 1.1 " Starburst" and "butterfly" pattern spontaneous crack of fully tempered glass(1)

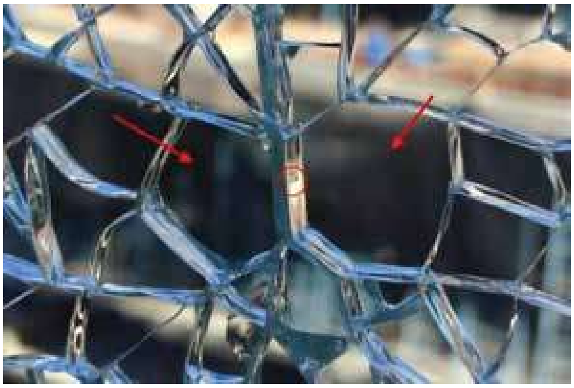

1.4 Inclusion of impurities like Nickel Sulphide (NiS)

There are many types of inclusions in float glass like bubbles (gaseous inclusions most commonly referred as seeds or bubbles), stones (solid, crystalline inclusions that did not melt properly during the float process), Nickel sulphide (NiS). Nickel Sulphide inclusions are microscopic impurities that can form during the manufacturing process of glass.

There is debate as to exactly how nickel is introduced into the mix, but commonly known causes include:

• Nickel can enter glass production through various sources, primarily as an impurity in raw materials, it can be present in silica sand, soda ash, or recycled glass (cullet)

• It can also be introduced from wear and tear of Nickel- containing materials used in production equipment like heating element or conveyer system.

While glass is thermally toughened, small nickel contaminants react with Sulphur to produce Nickel Sulphide (NiS). In glass manufacturing, primary source of Sulphur is sodium sulphate (Na2SO4) which is a common and inexpensive ingredient used as a fining agent to remove bubbles from the molten glass.

Most of the impurities available in raw materials are benign, but nickel Sulphide (NiS) can be problematic.

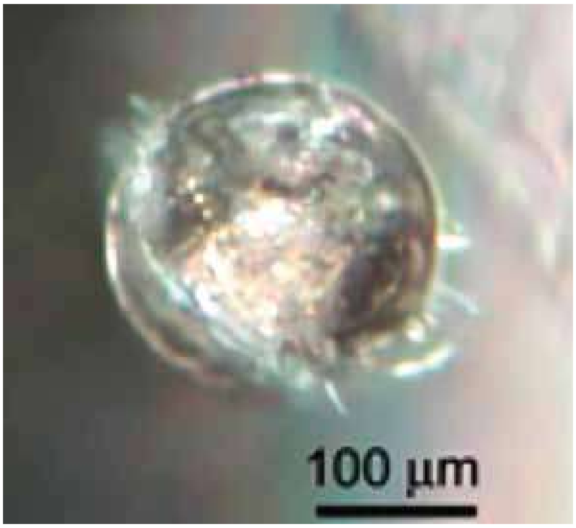

Fig. 1.2 Microscopic NiS particle causing crack in tempered glass (1)

1.5 Cracking process due to Nickel Sulphide (NiS)

NiS inclusions are very small, spherical shape, opaque solids, typically 0.1 to 0.5 mm dia. (0.005" to 0.020") (3). NiS is an unusual compound because it has different high and low temperature crystalline structures, namely the Alpha phase (i.e. high temperature, greater density, smaller volume, and less stable crystalline structure) and Beta phase (i.e. low temperature, less dense, larger volume and more stable crystalline structure). When the glass is tempered a NiS stone inclusion actually shrinks more than the surrounding glass during quench cooling. This would have no effect on glass whatsoever were it not for the fact that when NiS changes from alpha-phase to beta-phase, it increases in volume by 2 - 4 percent. The sudden quench catches the inclusion in its smaller, hot, Alpha phase, not giving it time to make its usual transition to the slightly larger cold, beta phase.

At temperature below 380 0 C, (7160 F) NiS is stable in the beta-phase form. Above this temperature, it is stable in the alpha phase. As glass is typically manufactured at temperatures ranging 1,500°C to 1,700°C (2,732°F to 3,092°F) and fully-tempered glass requires a temperature of 620°C to 700°C (1148°F to 1292°F) for quenching, it is overwhelmingly likely that any NiS inclusion will be in the alpha-phase. In typical annealed glass, the slow cooling process provided by the annealing lehr (furnace used for annealing of glass) allows the NiS ample time to transform from alpha-phase to its beta-phase as the glass cools. In the fast cooling process used in the tempered glass, there is insufficient time to complete the phase transition of NiS from alpha to beta. The inclusion, therefore, are trapped in the glass in their high temperature alpha-phase. Once the glass cools past the phase change temperature, the NiS inclusion seeks to re-enter its lower energy beta-phase. For "trapped" inclusions, this process takes anywhere between months to years. The expansion due to beta phase creates very high localized tensile stress at the glass-NiS interaction surface. The magnitude of this stress drops off sharply, away from the face of NiS but is sufficient at the face to cause micro-cracking.

1.6 Breakage period and frequency

Tempered glass with NiS inclusions can crack at any point from days to decades after installation, with the most frequent failures occurs within the first few years. While some studies suggest a decay in breaking rate over time, other shows continued breakage even after several years, highlighting the unpredictable nature of NiS – induced failures. While NiS- related tempered glass breakage is most common in the first few years after installation, it is crucial to understand that it can happen at any time, and there is no guarantee of a cessation of breakage over time.

NiS stone with potential to cause spontaneous breakage in FT glass exits once in every 4 to 12 tons of glass, on a global average. Half of any

such breakage can be expected in the first 800 days (26 months) or so after tempering.(3)

1.7 Preventive measures

It might seem the simplest solution is to nip the problem at its origin by ensuring that there is no nickel or its alloys entering the glass melting furnace. Responsible float glass manufacturers are supposed to take every precaution to control the inclusion of NiS but it is very difficult to prevent it all together and in spite of best efforts, small amount of nickel will find its way through inclusion in raw materials itself or their handling/storage equipment etc.

The most logical solution to the problem is by avoiding the use of tempered glass where other options are available.

• Use heat-strengthened glass instead of tempered glass where technically feasible.

• Heat strengthened laminated glass is the best option for most applications, except for point fixed glazing. (Point-fixed glazing, also known as spider glazing, is a structural glazing technique that uses discreet point supports to hold glass panels in position, creating a visually seamless and transparent facade).

• In applications, where tempered glass cannot be avoided due to load considerations or code requirements, it is advised to get it Heat Soak Test (HST), a quality control process applied to tempered glass to reduce the risk of spontaneous breakage.

• Avoid using tempered glass in areas other than those prescribed by International Building Code (IBC) or other codes where specific areas have been identified where tempered glass should be used as safety glass.

• Alternately, if tempered glass is used anywhere or everywhere, one should be prepared for such occurrences and for replacing NiS-induced broken glass.

1.8 Conclusion

Although the percentage of buildings experiencing NiS - induced breakage of fully tempered glass is low, if a batch of glass is contaminated, the incidence of breakage on a particular building can be quite high. Fully tempered glass as the exterior lite of a gas -filled Insulated Glass Unit (IGU) installed in a high-rise building as all-glass curtain wall in a heavily populated downtown environment with active sidewalk below- is this risk the design and construction team is willing to take? Since the likelihood of spontaneous fracture of fully tempered glass is unpredictable, the issue needs to be addressed on all buildings for which tempered glass is being considered. Owners do not expect the glass on their building to fracture spontaneously, inviting injury and damage, nor should they. While selecting glass, alternatives should be explored for different areas like heat-strengthened glass. All parties of the design and construction team need to have frank, early discussion about these inherent risks before arriving at a decision on type of glass to be used in the building.

Reference:

(1) Spontaneous Breakage in Fully-Tempered Glass : Why it happens and what to do about it: Shaon Wang, KOHLER-Senior Sales Executive

(2) A Review of the Nickel Sulphide Induced Fracture in Tempered Glass, January 2001: Leon Jacob, Jacob and Associates Pty Ltd, Australia

(3) "Nickel Sulfide Induced Failure of Glass", 2001, Centre for Windows and Cladding Technology, University of Bath, England.

(4) ASTM 1048: Standard Specification for Heat-Treated Flat Glass—Kind HS, Kind FT Coated and Uncoated Glass

(5) ASTM 1036: Standard Specification for Flat Glass. ■

Writer: **Engr. A H Md. Matiur Rahman PEng. F/02013**
Additional Chief Engineer(Rtd), PWD

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি প্রকৌশল বিষয়ক যেকোনো লেখা *iebnews48@gmail.com* ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

আইইবি
বার্তা

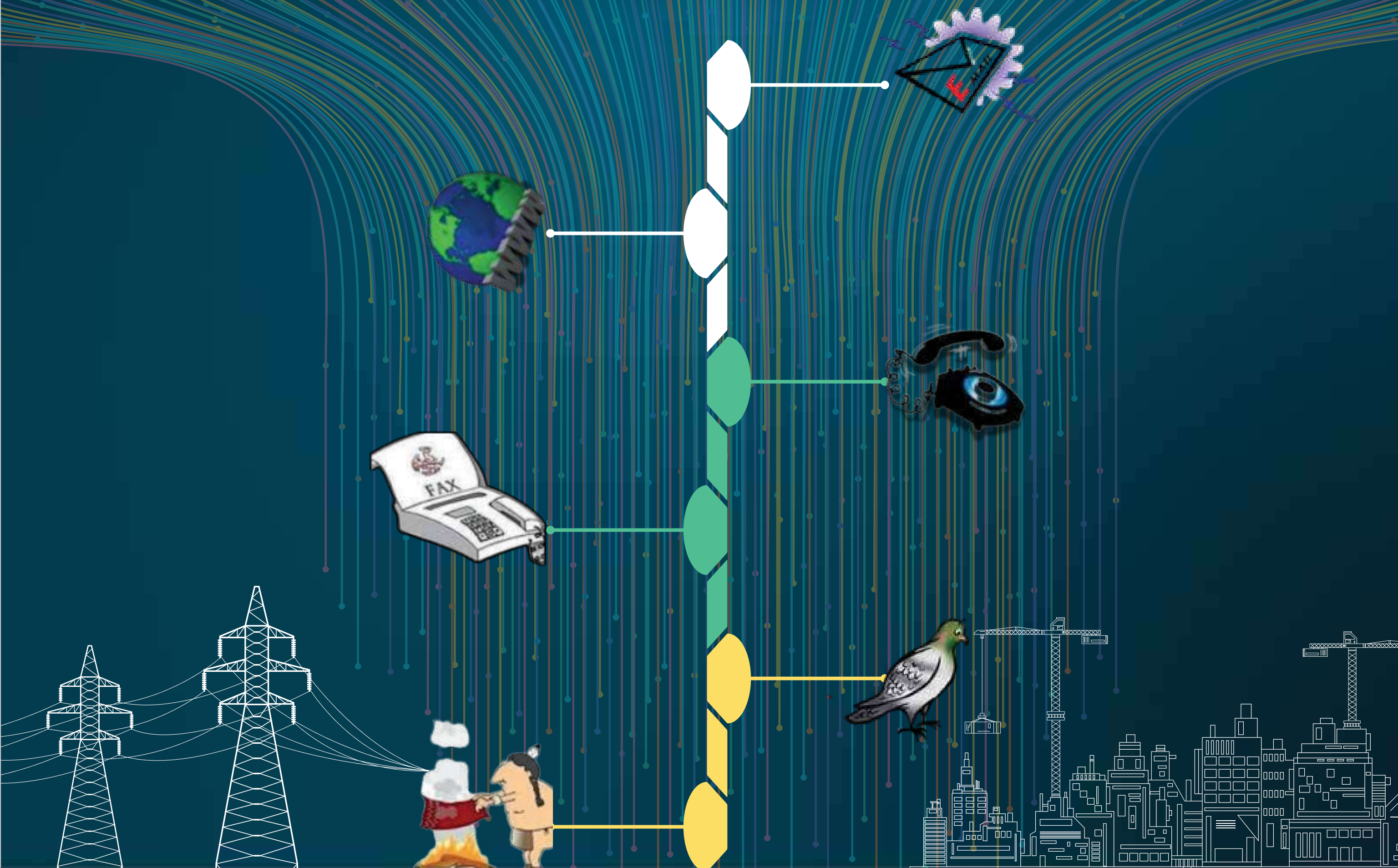

প্রকৌশলী এস. এম. আল হোসেইনী স্মরণে দোয়া-মাহফিল

আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী এস. এম. আল হোসেইনী এর আত্মার মাগফিরাত কামনায় ০৪ জুন ২০২৫ খ্রি. রোজ বুধবার বাদ মাগরিব ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ। দোয়া পরিচালনা করেন আইইবি'র পেশ ইমাম মুফতি মো. সাইফুল ইসলাম।

Recent Earthquakes in Myanmar and Nepal : Earthquake Concerns for Bangladesh and Way Forward শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আর্থকোয়াক সোসাইটি (বিইএস) এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর যৌথ উদ্যোগে আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার সেমিনার কক্ষে ২১ জুন

২০২৫, শনিবার বিকেল ৫:০০ টায় "সাম্প্রতিক মিয়ানমার ও নেপালের ভূমিকম্প: বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগ ও করণীয়" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) ও চেয়ারম্যান- রাজউক। বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এবং জনাব রেজওয়ানুর রহমান, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. তাহমিদ এম. আল-হুসাইনী, কনভেনর, বাংলাদেশ আর্থকোয়াক সোসাইটি ও অধ্যাপক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট। সেমিনার সঞ্চালনায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার রবিউল আলম উজ্জ্বল, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি। সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞগণ।

অধ্যাপক ড. তাহমিদ এম. আল-হুসাইনী তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশে ভূমিকম্প ঝুঁকির বর্তমান চিত্র, BNBC ২০২০ কোড অনুযায়ী নির্মাণ নির্দেশিকা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় তুলে ধরেন।

অধ্যাপক পেনাং ওয়ারনিচাই (এআইটি, থাইল্যান্ড) ব্যাংককে ভূমিকম্পে বহুতল ভবনের ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব চিত্র ও দুর্বল নকশার প্রভাব আলোচনা করেন।

অধ্যাপক ড. রাকিব আহসান (বুয়েট) ভূমিকম্প সহনীয় স্ট্রাকচারাল কোডের অনুপস্থিতি ও দুর্বল নির্মাণশৈলীর বিষয়টি তুলে ধরেন।

অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম বাংলাদেশের মাটির অবস্থা ও লিকুইফ্যাকশনের সম্ভাবনা এবং নিরাপদ ফাউন্ডেশন ডিজাইনের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

সেমিনারের শেষাংশে একটি প্যানেল আলোচনা এবং উন্মোক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নির্মাণ শিল্পের বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ বুয়েটের অধ্যাপক এম এ আনসারী ভূমিকম্পের পূর্ব প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার সায়েন্স এবং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক নতুন মডেল টাউন এবং পরিকল্পনা গ্রহণের আগে মাটির ভূতাত্ত্বিক বিষয় এবং উপযোগিতা দেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ভূমিকম্পের সময় যাতে আমাদের ডিজাইন এবং নির্মাণ ত্রুটির কারণে আমরা দুর্যোগে পতিত না হই এই বিষয়ে সবাই একমত পোষণ করেন। এজন্য দরকার বিল্ডিং কোডের বাস্তবায়ন, নীতিনির্ধারকদের সচেতননা এবং সর্বোপরি জনগণের সচেতনতা।

আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন, এই সেমিনার দেশের নীতিনির্ধারক, প্রকৌশলী, গবেষক এবং জনগণ সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং ভবিষ্যতে ভূমিকম্প সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, ইয়াং ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশ ভূমিকম্প সোসাইটির নেতৃবৃন্দ।

৬৪৯তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ৬৪৯তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা ৩০ জুন ২০২৫ খ্রি. বিকাল ০৫:৩০ মিনিটে শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন,

ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কাপ্তাই উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কাপ্তাই উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ১০ আগস্ট, ২০২৫ খ্রি. অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র। উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, কাপ্তাই উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ১১ আগস্ট, ২০২৫ খ্রি. হোটেল শৈবালে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র। উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মাতারবাড়ি ২×৬০০ মে. ও. আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মাতারবাড়ি ২×৬০০ মে. ও. আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ১১ আগস্ট, ২০২৫ খ্রি. অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট

(এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র।

উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, মাতারবাড়ি ২×৬০০ মে. ও. আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পের প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ফেনী উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ফেনী উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ২০ আগস্ট, ২০২৫ খ্রি. অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, চেয়ারম্যান, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, কুমিল্লা কেন্দ্র, আইইবি। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী কাজী আবুল হাশেম, চেয়ারম্যান, ফেনী উপ-কেন্দ্র, আইইবি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী শহিদুল ইসলাম, সম্পাদক, ফেনী উপ-কেন্দ্র, আইইবি। উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, ফেনী উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

৬৫০তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ৬৫০তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. সকাল ১১:০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল)

ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ।

আবরার ফাহাদ স্মরণে দোয়া-মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর মেধাবী শিক্ষার্থী শহীদ আবরার ফাহাদের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ০৭ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. আইইবি মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে আবরার ফাহাদসহ দেশের সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন, চেয়ারম্যান, তড়িৎকৌশল বিভাগ, প্রকৌশলী মো. শাহীন হাওলাদার, চেয়ারম্যান, কম্পিউটারকৌশল বিভাগসহ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি প্রকৌশল বিভাগের সদস্য ও আইইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। দোয়া পরিচালনা করেন আইইবি'র পেশ ইমাম মুফতি মো. সাইফুল ইসলাম।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে নড়াইল জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে নড়াইল জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ০৯ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, নড়াইল জেলায় কর্মরত এলজিইডি'র প্রকৌশলীবৃন্দ

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে গোপালগঞ্জ উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে গোপালগঞ্জ উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ০৯ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. গোপালগঞ্জ জেলার এলজিইডি'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি। বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, গোপালগঞ্জ উপ-কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ ও গোপালগঞ্জ জেলায় কর্মরত এলজিইডি'র প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ফরিদপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ফরিদপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ০৯ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. ফরিদপুর কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, ফরিদপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কুষ্টিয়া উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কুষ্টিয়া উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ১০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. কুষ্টিয়া উপ-কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের শহীদ আবরার ফাহাদ (রাব্বি) এর কবর জিয়ারত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ১০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. মরহুম শহীদ আবরার ফাহাদ (রাব্বি) এর আত্মার মাগফিরাত কামনায় কবর জিয়ারত করেন। মরহুম শহীদ আবরার ফাহাদ (রাব্বি) এর বাবাকে আইইবি'র পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।

মরহুম শহীদ আবরার ফাহাদ (রাব্বি) তার নিজের ফেসবুকে ৫ অক্টোবর ২০১৯ সালে ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি

নিয়ে সমালোচনামূলক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতি প্রদানের পরদিন (৬ অক্টোবর ২০১৯) রাত আনুমানিক ৮ টার দিকে বুয়েটের শের-ই-বাংলা হলের ২০১১ নম্বর কক্ষে তাকে ডেকে নিয়ে যায় বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন সদস্য। সেখানে তাঁকে দীর্ঘ চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে নির্যাতন করা হয় এবং রাতেই তিনি মারা যান পরদিন সকালে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত প্রকৌশলীদের আলোচনা সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রা.) লিমিটেড (বিপিডিবি এবং এনটিপিসি লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে)-এ কর্মরত প্রকৌশলীদের সাথে আলোচনা সভা ১১ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. রামপালে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রা.) লিমিটেড (বিপিডিবি এবং এনটিপিসি)-এ কর্মরত প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে খুলনা কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে খুলনা কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ১১ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার খুলনা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন আহমেদ, সাবেক মহাসচিব, এ্যাব, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, ড. প্রকৌশলী খন্দকার আফতাব হোসাইন, চেয়ারম্যান, খুলনা কেন্দ্র, আইইবি। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, ড. প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) খুলনা কেন্দ্র, আইইবি, ড. প্রকৌশলী এম. এম. এ. হাশেম, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন পিএন্ডএসডব্লিউ) খুলনা কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী আরিফুল ইসলাম (জুয়েল), সম্মানী সম্পাদক, খুলনা কেন্দ্র, আইইবিসহ খুলনা কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ।

৬৫১তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ৬৫১তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল (জরুরি) সভা ১৬ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. সকাল ১১:০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ।

ACECC-এর 49th Executive Committee Meeting-এ আইইবি'র প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ

Korean Society of Civil Engineers (KSCE) এর আমন্ত্রণে Samda Hall, ICC Jeju Korea-তে ২১ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. বিকাল ৩.৩০ মিনিটে The Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC)-এর 49th Executive Committee Meeting অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন, Jae-woo Park, Ph.D. Chair, The Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC).

উক্ত সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী মো. আইনুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি, প্রকৌশলী মো. নেসার উদ্দিন, সম্পাদক, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি এবং প্রকৌশলী মো. আব্দুল মালেক সিকদার, ফেলো, আইইবি এবং Elected as the Chair of Awards Sub-Committee, ACECC।

ACECC-এর 10th Civil Engineering Conference in the Asian Region (CECAR10)- তে আইইবি'র প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ

Korean Society of Civil Engineers (KSCE) এর আমন্ত্রণে Halla Hall, ICC Jeju Korea-তে The Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC)-এর 10th Civil Engineering Conference in the Asian Region (CECAR10) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, Jae-woo Park, Ph.D. Chair, The Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC).

উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী মো. আইনুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি, প্রকৌশলী মো. নেসার উদ্দিন, সম্পাদক, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি এবং প্রকৌশলী মো. আব্দুল মালেক সিকদার, ফেলো, আইইবি এবং Elected as the Chair of Awards Sub-Committee, ACECC।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)- এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর উদ্যোগে আইইবি'র বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল গত ২১ নভেম্বর, ২০২৫খ্রি. সারা দেশে ৫.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ রাজধানীর স্বামীবাগের মিতালী স্কুল, সূত্রাপুরের ১০২/১ নং বাড়ি এবং দনিয়ার বর্ণমালা স্কুল সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ২৩ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. রোজ রবিবার পরিদর্শন করেন।

ছবি : একুশে টিভির সৌজন্যে

বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল পরিদর্শনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ত্রুটি চিহ্নিত করেন। তারা প্রতিটি স্থানে ভবনের স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি, কলামবিমের ক্ষত অবস্থান, রেট্রোফিটিং প্রয়োজনীয়তা, ফাউন্ডেশনের স্থিতিশীলতা এবং নির্মাণমান যাচাই করে প্রাথমিক মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। প্রতিনিধিদলের পরিদর্শনকালীন ক্ষতিগ্রস্থ ভবনসমূহের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে, স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের ঘাটতি, অপ্রতুল রড কাঠামো বা নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার, রেট্রোফিটিংয়ের অভাব, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড BNBC যথাযথভাবে অনুসরণ না করা এবং নির্মাণোত্তর নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অভাব। আইইবি'র বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল উল্লেখিত ত্রুটিসমূহ যেকোনো ভবনের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং ভবিষ্যতে বড় ধরনের ঝুঁকি ডেকে আনতে পারে এবং চলমান পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভবনগুলোতে গভীরতর প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন (Detailed Engineering Assessment-DEA) সম্পন্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করে। রাজধানীসহ সারাদেশে ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হলে বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC)-এর যথাযথ ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন, পুরোনো ভবনগুলোর সেফটি অডিট, রেট্রোফিটিং এবং নির্মাণ খাতের সকল পেশাজীবীর প্রশিক্ষণ আরও শক্তিশালী করা অতীব জরুরি। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ ভবনগুলোর বিস্তারিত কাঠামোগত মূল্যায়ন, নিরাপত্তা নির্দেশনা তৈরী এবং প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদানে আইইবি সদা প্রস্তুত রয়েছে। জাতির নিরাপত্তা, নগর স্থিতিশীলতা এবং জীবন রক্ষার স্বার্থে আইইবি আবারও সকল নির্মাতা, ডেভেলপার, মালিকপক্ষ ও পৌর কর্তৃপক্ষকে BNBC কঠোরভাবে মেনে প্রকৌশল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার) প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া এর নেতৃত্বে সিভিল, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিল্ডিং সেফটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী আইনুল কবির, ভাইস চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি, প্রকৌশলী মো. রুহুল আলম, সেন্ট্রাল কাউন্সিল সদস্য, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাশেদ মল্লিক, লোকাল কাউন্সিল সদস্য, প্রকৌশলী গাজী রাশেদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি'র বিশেষজ্ঞ দলের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ রাজধানীর তালতলা ও আগারগাঁও এলাকা পরিদর্শন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর উদ্যোগে আইইবি'র বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল গত ২১ নভেম্বর, ২০২৫খ্রি. সারা দেশে ৫.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ রাজধানীর তালতলা ও আগারগাঁও এলাকা পরিদর্শন করেন।

বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল পরিদর্শনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ত্রুটি চিহ্নিত করেন। তারা প্রতিটি স্থানে ভবনের স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি, কলামবিমের ক্ষত অবস্থান, রেট্রোফিটিং প্রয়োজনীয়তা, ফাউন্ডেশনের স্থিতিশীলতা এবং নির্মাণমান যাচাই করে প্রাথমিক মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রস্তুত করেন।

আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার) প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া এর নেতৃত্বে সিভিল, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং

বিল্ডিং সেফটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী আইনুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি, প্রকৌশলী মো. রুহুল আলম, সেন্ট্রাল কাউন্সিল সদস্য, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাশেদ মল্লিক, লোকাল কাউন্সিল সদস্য, প্রকৌশলী গাজী রাশেদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শন করেন রাজউক ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর উদ্যোগে এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর সহায়তায় আইইবি'র প্রকৌশলীদের একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল গত ২১ নভেম্বর, ২০২৫খ্রি. সারা দেশে ৫.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে, সিদ্ধিরগঞ্জ হাউজিং ও ভুমিপল্লী এলাকায় কয়েকটি ভবন ২৭ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে ভূমিকম্পে হেলে পড়া তিনটি ভবনসহ মোট ছয়টি ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন মালিক/প্রতিনিধিদের ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রাথমিক কারণসমূহ জানানো হয় এবং তাদেরকে বুয়েট/এইচবিআরআই (HBRI) অথবা, অন্য যে কোনো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ভবনগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা Detailed Engineering Assessment (DEA) করতে বলা হয় এবং ভবনগুলো যতদিন পর্যন্ত নিরাপদ বলে বিবেচিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত এই ভবনগুলো ব্যবহার না করার জন্য বলা হয়। আইইবি'র প্রতিনিধিগণ উপস্থিত এলাকাবাসীকে যে কোনো বাড়ি নির্মাণকালে সরকারের নিয়মনীতি (BNBC- Bangladesh National Building Code) মেনে বাড়ি নির্মাণ করার পরামর্শ দেন। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ ভবনগুলোর বিস্তারিত কাঠামোগত মূল্যায়ন, নিরাপত্তা নির্দেশনা তৈরী এবং প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদানে আইইবি সদা প্রস্তুত রয়েছে। জাতির নিরাপত্তা, নগর স্থিতিশীলতা এবং জীবন রক্ষার স্বার্থে আইইবি আবারও সকল ডেভেলপার, মালিকপক্ষকে BNBC কঠোরভাবে মেনে প্রকৌশল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার) প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া এর নেতৃত্বে সিভিল, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিল্ডিং সেফটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী আইনুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি, প্রকৌশলী মো. রুহুল আলম, সেন্ট্রাল কাউন্সিল সদস্য, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাশেদ মল্লিক, লোকাল কাউন্সিল সদস্য, প্রকৌশলী গাজী রাশেদুল ইসলাম, রাজউক নারায়ণগঞ্জ জোন-৮ এর অথোরাইজড অফিসার, প্রকৌশলী রংগন মন্ডল সহ অন্যান্য কর্মকর্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পুরকৌশল বিভাগ

Fire Safety Engineering for Safe Infrastructure. শীর্ষক ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Fire Safety Engineering for Safe Infrastructure" শীর্ষক ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠান ০১ জুন ২০২৫ খ্রি. রোজ রবিবার রাত ৮:০০ টায় আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার (পুরাতন ভবন) সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত ট্রেনিং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু),

প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও চেয়ারম্যান, রাজউক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি এবং প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি। রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, সার্টিফাইড ফায়ার প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট (এনএফপিএ)।

ট্রেনিং সমাপনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মো. আইনুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। ট্রেনিং সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (খোকা), চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকৌশলী মো. নেসার উদ্দিন, সম্পাদক, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। এছাড়াও আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি'র নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

Improvement of Design and Construction Quality for Resilience of Private Buildings in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে Improvement of Design and Construction Quality for Resilience of Private Buildings in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার ১১ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. রোজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬:০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মোহাম্মদ বশিরুল হক ভূঁইয়া, যুগ্ম-সচিব, সদস্য (পরিকল্পনা) রাজউক। তিনি বলেন, প্রকৌশলীরা হলেন বাংলাদেশের মেধাবী সন্তান। জাপান থেকে সে সকল অর্থ আসে তা গ্রান্ড হিসেবে আসে। আমাদের ফায়ার সেফটির জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশে ব্যাপক উন্নয়ন হলেও আমাদের নৈতিক উন্নতি হয়নি। ভবন নির্মাণের জন্য আমাদের কাছ থেকে যে ডিজাইন বা নকশা পাশ করে নিচ্ছে বাস্তবায়নের সময়ে তা পরিবর্তন করছে। আমাদের জনবল কম থাকায় তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না। একটি অবৈধ ভবন নির্মাণ হওয়ার পরে রাজউক যখন জানতে পারে তখন সেই ভবন ভাঙতে চাইলেও ভাঙতে পারে না। ভবন মালিক কোর্টে মামলা করেন এবং কোর্ট থেকে বলা হয় এটি ভাঙা যাবে না। আমাদের দেশকে উন্নত করতে হলে আমাদের নৈতিকভাবে উন্নত হতে হবে তবেই উন্নয়ন ঘটবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি। তিনি বলেন, রাজউক ও জাইকা যৌথভাবে ভবন নির্মাণ করছেন। এখানে আমাদের লাভ এর চেয়ে ক্ষতি বেশি হচ্ছে। আমাদের পুরকৌশল প্রকৌশলীরা যতেষ্ট মেধাবী এখানে অন্য দেশের প্রকৌশলীর দরকার নেই। মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে মানুষ মারা যাওয়ার জন্য কোনো কোম্পানি বা ব্যক্তি দায়ী থাকলে তাদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি। তিনি বলেন, একটি ভবন নির্মাণ করার পূর্বে অনেকগুলো দিকে নজর রাখতে হবে। ভবন ডিজাইন করার সময় ইলেকট্রিক্যাল, প্লাম্বিং ইত্যাদি বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হবে। ভবন নির্মাণের সময় মেকানিক্যাল প্রকৌশলী, প্লাম্বিং প্রকৌশলী, ইলেকট্রিক্যাল প্রকৌশলী এবং আর্কিটেক প্রকৌশলীর পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে। তবেই একটি ভালো ভবন আশা করা যায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। তিনি বলেন, রাজউকের যে সুপারভিশনগুলো রয়েছে সেগুলো

দেখা হচ্ছে কিনা। ভবন নির্মাণের সময় সেটি নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে কিনা। নিয়ম অনুযায়ী না হলে নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী যে সকল ভবন নির্মাণ হয়নি সেগুলো ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। এতে রাজউক এবং নির্মাতার উভয়ের ক্ষতি হচ্ছে। ভবন নির্মাণ করার পূর্বে অনিয়ম দেখা দিলে নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী এ.টি.এম তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। তিনি বলেন, সুন্দর ও বাসযোগ্য ঢাকা নির্মাণ করতে রাজউকের দায়িত্ব অনেক। বিসিক এর কাজ হলো ঝুঁকিমুক্ত ভবন নির্মাণ করা। ভবন নির্মাণে একজন আর্কিটেক তার দায়িত্ব পালন করবেন আর প্রকৌশলীগণ তাদের দায়িত্ব। তবেই ভালো নির্মাণ আশা করা যায়। আইইবি প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করছে। এসকল আয়োজন আইইবি'র প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে আয়োজিত হয়।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ভবন নির্মাণের জন্য নীতিমালা রয়েছে। প্রকৌশলীরা নীতিমালা অনুযায়ী ভবন ডিজাইন বা নকশা করলেও ভবন নির্মাণের সময় ঠিকাদার বা ভবন মালিকগণ সেই ডিজাইন বা নকশায় ব্যাপক পরিবর্তন করে নির্মাণ করছেন। ভবণ নির্মাণের অদক্ষ ঠিকাদার ও অদক্ষ জনবলের কারণেও ভবন নির্মাণে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Mr. Takeshiro Kiriya, JICA Expert, DCQR Project.
উক্ত সেমিনারে সম্মানিত আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান, বিপিইআরবি। তিনি বলেন, একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করে একজন অভিজ্ঞ পিইঞ্জ., ডিগ্রিধারী প্রকৌশলীর অধিনে থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং পিইঞ্জ. ডিগ্রি গ্রহণ করে নির্মাণ কাজ করলে তবেই ভালো নির্মাণ আশা করা যায়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিপিইআরবি'র এ্যাক্রিডিটেশনের আওতায় আনতে হবে। বাংলাদেশে পিইঞ্জ. ডিগ্রিধারী প্রকৌশলী অনেক কম। প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পিইঞ্জ. ডিগ্রি প্রদানের জন্য আমরা ১ বছরের জন্য একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। এই সময়ের মধ্যে কোনো প্রকৌশলীকে পরীক্ষা বা ভাইভা দিতে হবে না আবেদনের সময় কিছু তথ্য দিতে হবে। তবে আবেদন করলেই পিইঞ্জ. ডিগ্রি লাভ করতে পারবেন না। আবেদনগুলো পর্যবেক্ষণ করার জন্য ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি থাকবে তারা যাচাই বাছাই করবে। পিইঞ্জ. ডিগ্রি লাভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের জন্য ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতা, এমএসসি ডিগ্রিধারীদের জন্য ২৫ (পঁচিশ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং বিএসসি ডিগ্রিধারীদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, প্রকৌশলী মো. আয়নুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (খোকা), চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকৌশলী মো. নেসার উদ্দিন, সম্পাদক, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি।

তড়িৎকৌশল বিভাগ

"Quality Assurance in Enhancing Nuclear Power Plant's Safety and Performance" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Quality Assurance in Enhancing Nuclear Power Plant's Safety and Performance" শীর্ষক সেমিনার ২৬ জুলাই ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার সন্ধ্যা ৬:৩০ মি. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো নিরাপদ ও কার্যকরভাবে শক্তি উৎপাদন করা। বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়নের দিকে ধাবিত

হচ্ছে, যার ফলে শক্তির চাহিদাও ক্রমেই বাড়ছে। এই চাহিদা মেটাতে সরকার নিউক্লিয়ার শক্তিকে শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করছে। তবে যেকোনো নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের জন্য নিরাপত্তা ও পারফরম্যান্স নিশ্চিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে Quality Assurance একটি অপরিহার্য। এটি শুধু প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না, দেশের শক্তি নিরাপত্তা ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি। তিনি বলেন, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী উৎস হতে যাচ্ছে। তবে এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিপুল পরিমাণ শক্তি এবং উচ্চমানের ঝুঁকি। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে Safety এবং Performance নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে Quality Assurance বা মান নিশ্চয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু প্রযুক্তিগত দিক থেকে নয়, মানবিক, প্রশাসনিক এবং পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করাতেও Quality Assurance -এর অবদান অপরিসীম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি। তিনি বলেন, বিশ্বের কয়েকটি দেশে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে। আমরা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রতিস্থাপন করতে যাচ্ছি। প্রতিস্থাপিত হলে বাংলাদেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাওয়া যাবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, তড়িৎকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা। সঞ্চালনায় ছিলেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী উমাশাহ উমায়ুন মনি চৌধুরী।

"Electrical Safety as per BNBC 2020" শীর্ষক ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Electrical Safety as per BNBC 2020" শীর্ষক ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠান ০৯ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. রোজ রবিবার, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত ট্রেনিং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি এবং প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। উক্ত ট্রেনিং-এ ট্রেইনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (EEE) এমএসসি ইঞ্জিনিয়ার (EE)। কো-ট্রেইনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খোরশেদ আলম, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (EEE).
ট্রেনিং সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা। ট্রেনিং সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী উমাশাহ উমায়ুন মনি চৌধুরী। এছাড়াও আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি'র নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

"Road to Smart Grid in Power Distribution System of Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Road to Smart Grid in Power Distribution System of Bangladesh"

শীর্ষক সেমিনার ২৩ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার বিকাল ৪:৪৫ মি. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আবু সাঈদ মো. কামরুজ্জামান এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়। তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্বের বিদ্যুৎখাতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি হলো স্মার্ট গ্রিড, যা একটি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং উচ্চমানের সেবা নিশ্চিত করার অন্যতম ভিত্তি। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিভাগ ইতোমধ্যে আধুনিকীকরণের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহার এবং গ্রাহক চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে আরও স্মার্ট, নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই করতে হবে। স্মার্ট মিটারিং, গ্রিড অটোমেশন, ডিস্ট্রিবিউটেড এনার্জি রিসোর্স এবং রিয়েল টাইম ডেটা অ্যানালিটিক্স সবই আমাদের বিতরণ ব্যবস্থাকে দ্রুত ও কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা, জাতীয় গ্রিড সম্প্রসারণ এবং বিতরণ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন হয়েছে। তবে টেকসই, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে এখন প্রয়োজন স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থায় রূপান্তর। স্মার্ট গ্রিড মূলত ডিজিটাল প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অটোমেশন ও রিয়েল টাইম ডেটাকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ বিতরণকে আরও দক্ষ, নিরাপদ এবং ব্যবহারকারী সাশ্রয়ী করার একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী মো. কামরুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (এডমিন ও এইচআর), ডেসকো। উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, তড়িৎকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী একেএম আখতারুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডেসকো। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন। সঞ্চালনায় ছিলেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী উমাশাহ উমায়ুন মনি চৌধুরী।

"Energy Governance in the Context of Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে " Energy Governance in the Context of Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার ৩০ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার বিকাল ৪:৩০ মি. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার পুরাতন ভবন সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি । মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী মো. গোলাম ফারুক, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেসকো, সদস্য, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন, চেয়ারম্যান, তড়িৎকৌশল বিভাগ আইইবি এবং অধ্যাপক ড. এম. শামসুল আলম, এনার্জি অ্যাডভাইসর, কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।

উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, তড়িৎকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা। সঞ্চালনায় ছিলেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী উমাশাহ উমায়ুন মনি চৌধুরী।

সেমিনারে সামগ্রিক আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উঠে আসে, জ্বালানি খাত সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অগ্রসর হতে হবে, যেখানে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে একটি টেকসই, ন্যায়সঙ্গত এবং দক্ষ জ্বালানি ব্যবস্থার লক্ষ্য নির্ধারণ করা। এর মূল উদ্দেশ্য হলো জ্বালানি খাতের সামগ্রিক পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর সময়পোযোগি কাঠামো তৈরি করা, যা জ্বালানি নিরাপত্তা, সহজলভ্যতা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখবে।

সেমিনারে বক্তারা জ্বালানি খাতের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত উদ্যোগের আহ্বান জানান ;

- নীতি ও আইন প্রণয়ন: জ্বালানি খাতকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, আইন ও বিধি ।
- কর্তৃত্ব ও জবাবদিহিতা: জ্বালানি খাতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতা ও জবাবদিহিতার কার্যকরী কাঠামো।
- স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা: জ্বালানি খাতের সাথে জড়িত সকল পক্ষ, যেমন - সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নাগরিক এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের অংশগ্রহণের সুযোগ।
- টেকসই উন্নয়ন: জ্বালানি খাতের এমন একটি পরিচালনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত দিক থেকে টেকসই।
- জ্বালানি নিরাপত্তা ও সহজলভ্যতা: সকলের জন্য জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং জ্বালানির সহজলভ্যতা বাড়ানো।

এনার্জি গভর্ন্যান্স এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তারা উল্লেখ করেন :

- দক্ষ ব্যবস্থাপনা: জ্বালানি সম্পদের সঠিক ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- স্বচ্ছতা: জ্বালানি খাতের কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ করে তোলে।
- ন্যায়সঙ্গত বিতরণ: জ্বালানি সরবরাহে ন্যায্যতা আনা এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া।
- পরিবেশ সুরক্ষা: পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো।

সেমিনারে বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশে শক্তি খাত বা জ্বালানি খাতের সুশাসন, জ্বালানি খাতের সেবা, তথ্য ও প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্বালানি খাতের নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট সেবাদান কার্যক্রমকে আধুনিক ও স্বচ্ছ করা, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংক্ষেপে, সঠিক এনার্জি গভর্ন্যান্স এর মাধ্যমে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় দেশের জ্বালানি খাতকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে একটি উন্নত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সময়ের দাবী।

"Importance & Reality of Electric vehicles in the context of Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Importance & Reality of Electric vehicles in the context of Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার বিকাল ৩:৪৫ মিনিটে শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি। তিনি বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক সহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমান বিশ্ব দ্রুত ফসিল ফুয়েল নির্ভরতা থেকে সরে এসে পরিবেশবান্ধব বৈদ্যুতিক শক্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। উন্নত দেশগুলো ইতোমধ্যেই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে। কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এটি এখন বৈশ্বিক অগ্রাধিকার। বাংলাদেশও একই ধারায় বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দেশে স্মার্ট গ্রিড, নবায়নযোগ্য শক্তি, সোলার হোম সিস্টেম, নেট মিটারিং এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন চালুর মাধ্যমে ফসিল ফুয়েলের উপর নির্ভরতা কমানোর উদ্যোগ জোরদার করা হয়েছে। শিল্প, পরিবহন ও ঘরোয়া খাতে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে একটি পরিচ্ছন্ন, টেকসই এবং আধুনিক শক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, তড়িৎকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা। তিনি প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক সহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিদ্যুৎচালিত যানবাহন বা ইলেকট্রিক ভেহিকেল আজকের বিশ্বের পরিবহন ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। উন্নত দেশগুলো ১০-১৫ বছর পূর্বেই এ বিষয়ে তাদের গবেষণা, নীতি প্রণয়ন ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে। ফলে তারা এখন উৎপাদন, ব্যাটারি প্রযুক্তি, চার্জিং নেটওয়ার্ক ও স্মার্ট গ্রিড ইন্টিগ্রেশনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলো এখনো তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। আমরা এখনও মূলত আলোচনা ও প্রাথমিক পরিকল্পনার পর্যায়ে অবস্থান করছি, যা আমাদের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগজনক। কারণ, বর্তমান জ্বালানি পরিস্থিতি খুবই সীমিত, বিদ্যমান ফসিল ফুয়েলের রিজার্ভ দিয়ে মাত্র ২০ দিনের বেশি চলমান শক্তি চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। এ বাস্তবতা আমাদেরকে জ্বালানির বিকল্প উৎস এবং নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে দেয়।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি। তিনি প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক সহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আইইবি তড়িৎকৌশল বিভাগকে বর্তমান সময়োপযোগী সেমিনার আয়োজনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইইবি দীর্ঘদিন ধরে প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রকৌশলীদের জ্ঞান, দক্ষতা, নেতৃত্ব, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য আইইবি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, গোলটেবিল বৈঠকসহ নানা ধরনের কার্যক্রম আয়োজন করে থাকে। এসব আয়োজন প্রকৌশলীগণকে নতুন ধারণা গ্রহণ, আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা, পেশাগত নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ প্রদান করে। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৌশলীগণ তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন এবং দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. প্রকৌশলী মো. জিয়াউর রহমান খান, অধ্যাপক, ইলেকট্রিকাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট। তিনি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ১৮৩২ সালে রবার্ট এন্ডার্সন প্রথম বিদ্যুৎ চালিত যানবাহন উদ্ভাবন করেন। তবে সেই সময় ব্যবহৃত ব্যাটারি ছিল একবার ব্যবহারযোগ্য, অর্থাৎ রিচার্জ করার কোনো সুবিধা ছিল না। ফলে ব্যাটারির সীমাবদ্ধতার কারণে এই প্রযুক্তি তখন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। পরবর্তীতে ১৮৫৯ সালে রিচার্জেবল ব্যাটারি আবিষ্কারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চালিত যানবাহনের নতুন যুগের সূচনা হয়। এই নতুন ব্যাটারি প্রযুক্তি পরিবহন ব্যবস্থায় ইলেকট্রিক ভেহিকেলের ব্যবহারকে সহজ, কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত করে তোলে। এর পর থেকেই বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎচালিত যানবাহনের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিটি উন্নত হয়ে আজকের আধুনিক EV-ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে উন্নত দেশগুলো EV প্রযুক্তিকে তাদের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। কার্বন নিঃসরণ কমানো, জ্বালানি কার্যকারিতা বৃদ্ধি, এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রচলনে ইলেকট্রিক ভেহিকেল সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশেও এখন বিদ্যুৎ চালিত যানবাহন গ্রহণ সময়ের দাবি। জ্বালানি নিরাপত্তা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হলে EV প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত জরুরি। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন, চেয়ারম্যান, তড়িৎকৌশল বিভাগ আইইবি। সঞ্চালনায় ছিলেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী উমাশাহ উমায়ুন মনি চৌধুরী।

"Training on POWER Transformer, Its' Protection, Testing and Commissioning"
শীর্ষক ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Training on POWER Transformer, Its' Protection, Testing and Commissioning" শীর্ষক ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠান ১১ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত ট্রেনিং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি)।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. নূর আমিন (লালন) সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি। উক্ত ট্রেনিং-এ ট্রেইনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. হজরত আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, জি২জি প্রজেক্ট, প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ডিভিশন পাওয়ার গ্রিড, প্রকৌশলী আবু ঈসা মো. সাজেদ আরেফিন সুপারেনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সিস্টেম প্রটেকশন এন্ড ম্যাটারিং সার্কেল, পাওয়ার গ্রিড এবং প্রকৌশলী অশোক কুমার সরকার সুপারেনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, জি২জি প্রজেক্ট, প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ডিভিশন পাওয়ার গ্রিড।

ট্রেনিং সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা। ট্রেনিং সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী উমাশাহ উমায়ুন মনি চৌধুরী। এছাড়াও আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি'র নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

Logo and Trophy Unveiling Ceremony of the 6th Annual Paper Meet (APMEE 2025)

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Logo and Trophy Unveiling Ceremony of the 6th Annual Paper Meet (APMEE 2025)" অনুষ্ঠান ০২ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. রোজ রবিবার আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার পুরাতন ভবন সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত "Logo and Trophy Unveiling" অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি)। তিনি বলেন, Annual Paper Meet নাম দেওয়া হলেও এটি কার্যত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন, কারণ এখানে দেশের বাইরে থেকেও গবেষণা প্রবন্ধ জমা পড়ে। ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে সত্যিকারের পরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে International Conference রাখা যায় কিনা-এ নিয়ে আলোচনার প্রস্তাবও তিনি তুলে ধরেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, Annual Paper Meet উপলক্ষে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়, তা আমরা অনেকেই পড়ি না। সাধারণত তখনই পড়ি যখন নিজের বা পরিচিত কারও লেখা সেখানে থাকে। এতে প্রকৌশলীদের লক্ষ্যভিত্তিক জ্ঞান বিস্তারের যে সুযোগ তৈরি হওয়ার কথা, তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় না। বর্তমান সমাজে প্রকৌশলীদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কথা, বাস্তবে তা আমরা পূর্ণভাবে রাখতে পারছি না। এর মূল কারণ প্রকৌশল বিষয়ে পড়াশোনা করলেও তার প্রয়োগ বাস্তব জীবনে যথেষ্ট প্রতিফলিত হচ্ছে না। প্রযুক্তি, গবেষণা ও উদ্ভাবনী চর্চার সঙ্গে আমাদের সংযোগ আরও দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। আইইবি দেশের প্রাচীনতম প্রকৌশলী পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সম্মানজনক অবস্থানে আছে। তাই বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রায় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও নীতি নির্ধারণের সহায়তা প্রদানে প্রতিষ্ঠানটির আরও সক্রিয় এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এবিএম হারুন-উর-রশিদ, অধ্যাপক, ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগ, বুয়েট। তিনি বলেন, তড়িৎকৌশল বিভাগ আইইবি এর 6th Annual Paper Meet আয়োজন করতে যাচ্ছে। আইইবি একটি দীর্ঘ ইতিহাসসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এধরনের আয়োজন আরো বেশি সংখ্যক হলে ভালো হতো। এবারের আয়োজনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা প্রবন্ধ জমা পড়েছে, যা প্রকৌশলীদের গবেষণা-উদ্দীপনা ও আগ্রহ পরিচায়ক। আশা করছি 6th Annual Paper Meet থেকে দিকনির্দেশনামূলক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পাওয়া যাবে এবং তরুণ প্রকৌশলীরা গবেষণায় আরো মনোযোগী ও অনুপ্রাণিত হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, উপ-উপাচার্য, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বলেন, প্রকৌশলীদের গবেষণা ছাড়া

উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে আজ শেখা কোনো জ্ঞান ৫ বছর পর হয়তো আর কার্যকর নাও থাকতে পারে। তাই প্রকৌশলীদের সারাজীবন জ্ঞান অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে, আর সেই জ্ঞান সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি হলো গবেষণা।

আইইবি তার ৭৭তম বছরে পদার্পণ করলেও তড়িৎকৌশল বিভাগ মাত্র ৬টি Annual Paper Meet আয়োজন করতে পেরেছে, যা আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন ছিল। নিয়মিত গবেষণা ভিত্তিক আয়োজন প্রকৌশলীদের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি প্রস্তাব করেন যে Annual Paper Meet নামটি পরিবর্তন করে International Conference নামকরণ করলে এর মর্যাদা, ব্যাপ্তি ও আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি।

উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা। তিনি বলেন, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি 6th Annual Paper Meet আয়োজন করতে যাচ্ছে। অনুষ্ঠান সুন্দর ও সফল আয়োজন নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে ১২টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজকের লোগো ও ট্রফি উন্মোচনের মধ্য দিয়ে Annual Paper Meet এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সূচনা হলো।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী উমাশাহ উমায়ুন মনি চৌধুরী। এছাড়াও আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি'র নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ উক্ত "Logo and Trophy Unveiling অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

যন্ত্রকৌশল বিভাগ

"Sustainable Clean Energy Solution for Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Sustainable Clean Energy Solution for Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার ১৪ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬:৩০ মি. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। তিনি বলেন, আমরা বর্তমানে গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি কিন্তু এটি কতটা লাভজনক সে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। ভবিষ্যৎ টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য আমাদের অবশ্যই সৌরশক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে জোর দিতে হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা মাত্র ৫% সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পেরেছি, যা কাঙ্ক্ষিত নয়। তাই এখনই সোলার এনার্জিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সোলার শক্তির উৎপাদন ২০-২৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। আমরা শুধু সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এর বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আজকের সেমিনার থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো উঠে আসবে, সেগুলো স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রেরণের অঙ্গীকার করেন।

বিশেষ অতিথি নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), এন্ড সিইও, আইডিসিওএল, প্রকৌশলী এস. এম. মনিরুল ইসলাম বলেন, আমাদের টেকসই উন্নয়ন সোলার এনার্জি নির্মাণ করতে হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে ৪ শতাংশ সোলার এনার্জি ব্যবহার করছেন। আমরা আগামী ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যে ১৫ শতাংশ সোলার এনার্জি ব্যবহার করতে সক্ষম হবো। ২০৩০ সালের মধ্যে সোলার এনার্জিতে ২০ শতাংশে উপনিত হতে সক্ষম হবো বলে আশা করছি। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী রতন কুমার ঘোষ, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব), স্রেডা।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক

(ভারপ্রাপ্ত) আইইবি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. এম. শাহিদুল ইসলাম, পিএইচডি, পিইঞ্জ. সিইঞ্জ. (ইউকে), এমএইএমইসিএইচ (ইউকে) ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া সারাওয়াক, মালয়েশিয়া। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী। সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. কামাল হোসাইন, এবং সঞ্চালনায় ছিলেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মুহাম্মদ কামরুল হাসান খান।

"Additive Manufacturing and prospect of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Composites Technology in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Additive Manufacturing and prospect of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Composites Technology in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার ২১ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬:৩০ মি. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয় ।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ। উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) আইইবি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক আনোয়ারুল হক, পিএইচডি, (অব.), ডিপার্টমেন্ট অব অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেকানিজ, ইউনিভার্সিটি অব আলাবামা টাসকালুসা, ইউএসএ।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. লোকমান হাকিম, চিফ অপারেটিং অফিসার, এনপলি পাইপ ডিভিশন, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, জিএম, বিজনেস, এ-ওয়ান পলিমার।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী। সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. কামাল হোসাইনী, এবং সঞ্চালনায় ছিলেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মুহাম্মদ কামরুল হাসান খান।

6th International Mechanical Engineering Conference (IMEC) & 18th Annual Paper Meet, Inaugural Ceremony

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 6th International Mechanical Engineering Conference (IMEC) & 18th Annual Paper Meet, Inaugural Ceremony ২৭ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬:০০ টায়. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব আদিলুর রহমান খান, মাননীয় উপদেষ্টা, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। তিনি বলেন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার এবং আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই শাখার ভূমিকা সত্যিই অপরিসীম। আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ, শিল্পায়নের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের আরও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। প্রকৌশলীগণ শুধু যন্ত্রপাতির মানোন্নয়নেই সীমাবদ্ধ থাকেন না। তারা

মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের গবেষণা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের শিল্পখাতকে আরও শক্তিশালী, প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই করে তুলছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি। তিনি বলেন, পরিবর্তনের আকাঙক্ষা থাকলেই বড় ধরনের রূপান্তর সম্ভব। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আজ আর কেবলমাত্র কলকারখানার কার্যপরিধিতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি অটোমেশন, রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং আধুনিক প্রযুক্তির সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়ে নতুন যুগের পথ তৈরি করছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আবুল খায়ের মো. আক্কাস আলী, মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৌশলীদের দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য এধরনের আয়োজন আরও বাড়াতে হবে। আমাদের শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না, পাশাপাশি কারিগরি ও ব্যবহারিক দক্ষতাও অর্জন করতে হবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও অন্তর্জাতিক), আইইবি।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি বলেন, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর এবারের এপিএম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক ভূমিকম্প আমাদের মধ্যে ভয় ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, ভূমিকম্প ৪ মাত্রায় পৌঁছালে সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুইচ বন্ধ করে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। জাপান ভূমিকম্পের ক্ষতি কমাতে 'বেস আইসোলেশন, ড্যাম্পার ও ফ্লেক্সিবল স্টিল ফ্রেম' পদ্ধতিতে বহুতল ভবন নির্মাণ করছে। আমাদের দেশেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে টেকসই ও ভূমিকম্প সহনীয় বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্যোগ শুধু নির্মাণকাজকে নিরাপদ করবে না, বরং জনজীবন ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো রক্ষাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী। সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. কামাল হোসাইনী, এবং সঞ্চালনায় ছিলেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মুহাম্মদ কামরুল হাসান খান। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবিসহ আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থা/অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ।

6th International Mechanical Engineering Conference (IMEC) & 18th Annual Paper Meet, Closing Ceremony

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 6th International Mechanical Engineering Conference (IMEC) & 18th Annual Paper Meet, Closing Ceremony ২৯ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭:০০ টায়. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও বার্ষিক পেপার মিট আয়োজন করায় যন্ত্রকৌশল বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আইইবি'র মূল দায়িত্ব হলো বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা, পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও নীতিমালায় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করা। আইইবি'র প্রতিটি প্রকৌশল বিভাগকে নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও বার্ষিক পেপার মিট আয়োজনের আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, যন্ত্রকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. কামাল হোসাইনী। তিনি

বলেন, এবারের 6th International Mechanical Engineering Conference (IMEC) এবং 18th Annual Paper Meet (APM)-এ প্রায় ২৩০০টিরও বেশি গবেষণাপত্র জমা পড়েছিল, যার মধ্যে বাছাই করে প্রায় ৬০টি উচ্চমানের পেপার উপস্থাপনের জন্য নির্বাচিত হয়। উপস্থাপিত পেপারগুলো তথ্যবহুল, গবেষণাধর্মী ও সময়োপযোগী হওয়ায় সেগুলো অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আশা করি, উপস্থাপিত গবেষণাগুলো থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আপনাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রকৌশল উন্নয়নে সহায়তা করবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, প্রকৌশলী এটিএম তানবীর উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি। তিনি বলেন, আইইবি দীর্ঘদিন ধরে প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, জ্ঞান বিনিময় ও পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ট্রেনিং এবং গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় যন্ত্রকৌশল বিভাগ চলতি মেয়াদে প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও বার্ষিক পেপার মিট সফলভাবে আয়োজন করেছে, যা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এই ধরনের আয়োজন প্রকৌশলীদের গবেষণার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়, নতুন জ্ঞান আহরণের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং উদ্ভাবনী ধারণা বিনিময়ের একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলে। ফলে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি খাতে গবেষণা, উন্নয়ন ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি। তিনি, যন্ত্রকৌশল বিভাগ'কে তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও বার্ষিক পেপার মিটের আয়োজন করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। গত ২১ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. দেশে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো পরিদর্শনের জন্য আইইবি একটি বিশেষজ্ঞ পরিদর্শন টিম গঠন করে। পরিদর্শন টিম ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শন করে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করেছে। টিমের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হবে, যা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং রাজউক-এর নিকট প্রেরণ করা হবে। পাশাপাশি ভূমিকম্পের উপর শীঘ্রই একটি সেমিনার আয়োজন করা হবে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী। সঞ্চালনায় ছিলেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মুহাম্মদ কামরুল হাসান খান। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবিসহ আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থা/অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ।

কেমিকৌশল বিভাগ

“Energy Management for Sustainable Development” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কেমিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “Energy Management for Sustainable Development” শীর্ষক সেমিনার ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. বিকাল ৫:৩০ মি. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। তিনি বলেন, আজকের সেমিনারের বিষয়বস্তু বর্তমান সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে প্রচলিত জ্বালানির মজুদ সীমিত এবং পরিবেশগত ঝুঁকি বাড়ছে।

এই প্রেক্ষাপটে সঠিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কেবল প্রযুক্তিগত আলোচনা নয়, এটি অর্থনীতি, পরিবেশ, নীতি, শিল্প এবং সামাজিক উন্নয়নের সম্মিলিত রূপ। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রতিটি দেশই এখন জ্বালানি সংকট, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সঠিক Energy Management এর মাধ্যমে আমরা খরচ কমাতে পারি, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারি, পরিবেশ রক্ষা করতে পারি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই একটি পৃথিবী নিশ্চিত করতে পারি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল হোসাইন, ফেলো আইইবি, অধ্যাপক, কেমিকৌশল বিভাগ, বুয়েট। তিনি বলেন, Energy management হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শক্তির উৎপাদন, ব্যবহার, অপচয় রোধ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য কার্যকর শক্তি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয়, পরিবেশগত ভারসাম্য ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। আজকের বিশ্বে দ্রুত শিল্পায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণের ফলে শক্তির চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। একই সঙ্গে জীবাশ্ম জ্বালানির সীমাবদ্ধতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিও বাড়ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন পরিকল্পিত ও দক্ষ শক্তি ব্যবস্থাপনা। টেকসই উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে শক্তি ব্যবস্থাপনা প্রধানত চারটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়, শক্তি উৎপাদনের বৈচিত্র্য, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশের সুরক্ষা। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস, জলবিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সবুজ শক্তির উৎসগুলো ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এসব উৎস দূষণমুক্ত, দীর্ঘস্থায়ী এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদনযোগ্য হওয়ায় একটি শক্তিশালী ও পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, কেমিকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. ইদ্রিস আলী। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী রতন কুমার ঘোষ, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) স্রেডা। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কেমিকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী সালমা আখতার এবং সঞ্চালনায় ছিলেন কেমিকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. শাওকাত ফেরদৌস।

কম্পিউটারকৌশল বিভাগ

"Emerging ICT Security Threats: Strategic Measures and Proactive Prevention" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কম্পিউটারকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Emerging ICT Security Threats: Strategic Measures and Proactive Prevention" শীর্ষক সেমিনার ০৭ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫:১০ মি. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুয়েটের কম্পিউটার সাইন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের, বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী তানজিমা হাশেম। তিনি বলেন, আজকের সেমিনারের বিষয়বস্তু বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী। ডিজিটাল রূপান্তরের এই যুগে তথ্য প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে যেমন সহজ ও গতিশীল করেছে, তেমনি এর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাইবার আক্রমণ এখন আর কেবল প্রযুক্তিগত সমস্যা নয় এটি জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) আমাদের দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্যসেবা এবং সরকারি কার্যক্রমের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু প্রযুক্তির এই দ্রুত অগ্রগতির সাথে সাথে নিরাপত্তা হুমকিও বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। "Emerging ICT Security Threats: Strategic Measures and Proactive Prevention"এই বিষয়টি তাই অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং ভবিষ্যতের নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ গড়তে অপরিহার্য। বিশ্বে সাইবার আক্রমণ শুধু ডেটা চুরি বা সিস্টেম নষ্ট করার ঝুঁকিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি অর্থনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। ফিশিং, সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এআই চালিত সাইবার আক্রমণ, আইওটি ডিভাইস হ্যাকিং এসব হুমকি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আরও জটিল হয়ে উঠছে। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও অন্তর্জাতিক) আইইবি এবং প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কম্পিউটারকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদময়েন উদ্দিন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী জি. এম. ফারুক আহমেদ, অ্যাসিসটেন্ট জেনারেল ম্যানেজার, রুপালী ব্যাংক, পিএলসি। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কম্পিউটারকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. শাহীন হাওলাদার এবং সঞ্চালনায় ছিলেন কম্পিউটারকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল কাশেম।

Cybersecurity Laws in Bangladesh : A Global Perspective শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কম্পিউটারকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Cybersecurity Laws in Bangladesh : A Global Perspective" শীর্ষক সেমিনার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. রোজ রবিবার সন্ধ্যা ৬: ১৫ মি. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ। বিস্ময়কর প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রার এই যুগে সাইবার নিরাপত্তা এখন শুধু আইটি বিশেষজ্ঞদের আলোচনা নয়, এটি জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনীতি, সামাজিক স্থিতি এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন সাইবার সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী রেজাউল ইসলাম, (CISA, CPT, ITIL, PRINCE2, ISO 27001 LA, CISSO) IT Auditor, BGD e-GOV CIRT, Bangladesh Computer Council (BCC)। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে সাইবার নিরাপত্তা, জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনীতি, সরকারি সেবা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে গত এক দশকে সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় একাধিক আইন ও নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এসব আইনের সুবিধা, সীমাবদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যতার বিশ্লেষণ করতে হবে। বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ মোকাবিলার প্রধান আইন ছিল DSA ২০১৮। এতে হ্যাকিং, ডিজিটাল প্রতারণা, সাইবার সন্ত্রাস, ডাটা চুরি, পর্নোগ্রাফি, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে অনুপ্রবেশ ইত্যাদি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ছিল। কিছু অস্পষ্ট ধারার জন্য সমালোচনা হয়। ধারা গুলোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। তবেই সাইবার নিরাপত্তা পাওয়া যাবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কম্পিউটারকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদময়েন উদ্দিন। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কম্পিউটারকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. শাহীন হাওলাদার এবং সঞ্চালনায় ছিলেন কম্পিউটারকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল কাশম)।

কৃষিকৌশল বিভাগ

Rice Bran Oil- Potentiality in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কৃষিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে Rice Bran Oil-Potentiality in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. বিকাল ৪:৩০ মি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. সাইফুল আলম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ (ডিএই)। তিনি উপস্থিত বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক সহ সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "ধান আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য। এর ভুসি থেকে উৎপাদিত তেলের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে কৃষি ও শিল্প দুই খাতই উপকৃত হবে। সরকার কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে, Rice Bran Oil উৎপাদনকে এগিয়ে নিতে নীতি সহায়তা অব্যাহত থাকবে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কৃষি প্রকৌশলীদের জন্য একটি কৃষি প্রকৌশল উইং বাস্তবায়নের কাজ চলমান যা খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও যান্ত্রিকীকরণে সহায়তা বৃদ্ধি করবে।" আমরা কৃষিতে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষিতে সয়ংসম্পূর্ণ হবে আশা করছি।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি। তিনি উপস্থিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক সহ সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে থাকেন। রাচই বার্ণ তেল মানব দেহের জন্য ভালো হওয়ার পরও আমরা গ্রহণ না করে বিদেশে রপ্তানি করছি আর বিদেশ থেকে আমদানি করছি ক্ষতিকর তেলগুলো। রাচই বার্ণ তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সহজলভ্য করার জন্য আজকের সেমিনার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা স্ব স্ব সংস্থা, মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. ইমতিয়াজ মাসুদ, মহাব্যবস্থাপক (কিউএ এন্ড ইএমএস) বাংলাদেশ ইডিবল ওয়েল লি.। তিনি উপস্থিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক সহ সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমানে উৎপাদনকৃত রাইচ বার্ণ তেলের ৯০ শতাংশ ভারতে রপ্তানি করা হচ্ছে। রাইচ বার্ণ তেলের চাহিদা বাংলাদেশের বাজারে কম থাকায় বাহিরে রপ্তানি করা হচ্ছে। অন্য তেলের তুলনায় রাইচ বার্ণ তেলের দাম কিছু বেশি হওয়ায় সকলেই গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন না। রাচই বার্ণ তেল সহজলভ্য করতে হলে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। রাইচ বার্ণ তেলের মিলগুলো অটোমেশন করা হলে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দামও কমে আসবে। রাইচ বার্ণ তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সহজলভ্য করার জন্য তিনি সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি উপস্থিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক সহ সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় কৃষিবিদদের ভূমিকা অপরিসীম। আজকের সেমিনারের বিষয়বস্তু বর্তমান সময়োপযোগী। আজকের সেমিনার হতে প্রাপ্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য স্ব স্ব সংস্থা, মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো. আনোয়ারুল হক, পরিচালক (এডমিন ও সিএস) (পিআরএল) বিআরআরআই, গাজীপুর। তিনি উপস্থিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক সহ সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "BRRI দীর্ঘদিন ধরে ধানের ভুসি নিয়ে গবেষণা করছে। সঠিক সময়ে ভুসি সংগ্রহ ও আধুনিক প্রক্রিয়াজাত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ মানের তেল উৎপাদন সম্ভব। এজন্য সরকার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।"

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী গোলাম মাওলা, চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ সরোয়ার মাওলা, ভাইস-চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকৌশলী মোঃ বেলাল সিদ্দিকী, সম্পাদক, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি ।

টেক্সটাইলকৌশল বিভাগ

প্রকৌশলী এস. এম. ইসমাইল, এফ/০৯৮২১ এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের উদ্যোগে প্রয়াত প্রকৌশলী এস. এম. ইসমাইল, এফ/০৯৮২১ এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ০২ জুন ২০২৫খ্রি. রোজ সোমবার বাদ আসর দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম। টেক্সটাইল জগতে মরহুমের অবদানের উপর গুরত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. সাঈদুর রহমান। সঞ্চালনায় ছিলেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সম্পাদক, প্রকৌশলী মোস্তফা-ই-জামান (সেলিম)।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল এবং আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, পুরকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. নেসার উদ্দিন, আইইবি'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী আবু হোসেন (হিটলু), টেক্সটাইল ডিভিশনের সদস্য প্রকৌশলী ফারুকুল ইসলাম জনি। আরও উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার, প্রকৌশলী মুহাম্মদ উল্লাহ আল ফাসানী (বাহার), প্রকৌশলী এইচডি রইচ উদ্দিন, প্রকৌশলী সুব্রত দে রাজিব, প্রকৌশলী তানবীর আহমেদ (সুজন), প্রকৌশলী মো. সফিউল আলম তালুকদার, প্রকৌশলী মো. জহিরুল ইসলাম, প্রকৌশলী মুক্তাদির বিল্লাহ।

স্পিনিং সেক্টরের বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান শীর্ষক আলোচনা সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের উদ্যোগে স্পিনিং সেক্টরের বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান শীর্ষক আলোচনা সভা ২৫ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার বিকাল ৩:০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম, চেয়ারম্যান, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, প্রেসিডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত) আইইবি। তিনি বলেন, স্পিনিং সেক্টরের প্রধান সমস্যা হলো ভারতীয় সুতা এবং গ্যাসের উচ্চ মূল্য। স্পিনিং সেক্টরের মালিকেরা চায় ভারতের সুতা বাংলাদেশের বাজারের না থাকুক আর গার্মেন্টস এর মালিকেরা চায় ভারতের সুতা থাকুক। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সব সেক্টরের প্রতিনিধি নিয়ে আলোচনা করতে হবে তবেই এর সমাধান করা সম্ভব হবে।

স্পিনিং সেক্টরের বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান শীর্ষক আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক, আরমাদা স্পিনিং মিলস লি.। তিনি বলেন, পৃথিবী'র সব গুলো দেশই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন এর মাধ্যমে শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। সকলেই জানেন বিশ্বের মধ্যে আমরা টেক্সটাইল রপ্তানিতে ২য় স্থানে আছি কিন্তু এটা ঠিক নয়। ইউরোপে টেক্সটাইল রপ্তানিতে আমাদের দেশ ১৫টি দেশের মধ্যে নেই। আমাদের দেশে বিভিন্ন দেশ থেকে সুতা আসছে বিনা সুল্কে অথচ আমাদের সুল্ক দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশের সুতা নিয়ে ভারত ডাম্পিং করেন এতে আমাদের দেশের সুতা হুমকির মুখে পড়েন। আমাদের সুতা উৎপাদন খরচের চেয়ে ভারত কম টাকায় সুতা বিক্রয় করে। আমাদের স্পিনিং সেক্টরকে রক্ষা করতে হলে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী নাসিরুদ্দিন মিয়া, পরিচালক, ওয়ান কম্পোজিট লি.। তিনি বলেন, সুতার দাম কম এটা চাইলেও সমাধান করা যাবে না। ভারতে যখন সুতার দাম কম থাকে তখন তারা রপ্তানি শুরু করে। আমরা একটি শার্ট ১ ডলার ২০ সেন্ট এ বিক্রয় করছি অথচ আমাদের উৎপাদন খরচ ১ ডলার ৫৫ সেন্ট। আমাদের উৎপাদন খরচ ও উঠছে না। সরকার কোনো রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। স্পিনিং সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের পলিসির পাশাপাশি ২৫ শতাংশ ইনসেন্টিভ পুণরায় দিতে হবে।

উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী মাহবুব মিল্টন, নির্বাহী পরিচালক, মাসকো গ্রুপ। তিনি বলেন, প্রতিটা সেক্টরে প্রতিযোগিতা থাকবেই। আমাদের প্রতিযোগিতার মধ্যেই চলতে হবে। আমাদের সুতা ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোথায় কম পাবো সেটা দেখবো। আমাদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হবে। স্পিনিং এর ক্ষেত্রে একটু বেশি

হচ্ছে। আমাদের উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। ইউটিলিটি ও পরিবহন সমস্যা সমাধান করতে হবে।

আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী জামিল টিপু, সাবেক নির্বাহী পরিচালক, আকিজ গ্রুপ। তিনি বলেন, স্পিনিং সেক্টরের ইতিহাস প্রায় ১০০ বছরের ইতিহাস। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর স্পিনিং সেক্টরগুলো সরকারের আওতায় চলে আসে কিন্তু সরকারের অদক্ষতার কারণে স্পিনিং সেক্টরগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বাংলাদেশের স্পিনিং সেক্টরকে ধ্বংস করার জন্য ভারত সুতার ডাম্পিং করছে। যার জন্য আমাদের স্পিনিং সেক্টর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্পিনিং সেক্টরগুলো গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। গ্যাসের অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। সৌর শক্তি নিয়ে জোর দেওয়ার আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী এনামুল হক, পরিচালক, বেঙ্গল এনএফকে লি.। তিনি বলেন, আমাদের দেশে ব্যাংক সুদ অনেক বেশি। গত বছর ব্যাংক এর সুদ ছিল ১০ শতাংশ এর মতো কিন্তু বর্তমানে ১৩ শতাংশ এর বেশি। স্পিনিং মিলের যে সেট রয়েছে সেখানে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত সোলার পাওয়ার স্থাপন করা সম্ভব। কোম্পানি রান না করা পর্যন্ত লোন দেয়া হয় না। কোম্পানি রান করার পূর্বে লোন দিলে উৎপাদন খরচ কমে আসবে।

আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, চেয়ারম্যান, রাহ্ স্পিনিং মিলস লি. এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ত্বোয়া-হা টেক্সটাইল লি.। তিনি বলেন, স্পিনিং সেক্টরের প্রধান সমস্যা হলো গ্যাস এবং বিদ্যুৎ। সরকার হঠাৎ গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করায় উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রডাকশনের সময় বিদ্যুৎ এর সমস্যা হলে অনেক ওয়েস্টেজ হয়। সরকার ইউটিলিটি সমস্যা সমাধান করলে উৎপাদন খরচ কমে আসবে।

আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো. আফজাল হোসেন, চেয়ারম্যান, লাবলু-বাবুল কম্পোজিট মিলস লি.। তিনি বলেন, আমরা Backward linkage industry তে বিনিয়োগ করেছি, টেক্সটাইল সেক্টরের উন্নয়নের জন্য এবং নতুন কর্মসংস্থান করার জন্য কিন্তু বিদেশী সুতা ফ্রি ভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় এই সেক্টরের বিনিয়োগ আজকে হুমকির সম্মুখীন। সরকার দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে স্পিনিং সেক্টর ধ্বংস হয়ে যাবে।

উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোশাররফ হোসেন, চেয়ারম্যান, মোশাররফ গ্রুপ। তিনি বলেন, শিক্ষকগণ দেশ গড়ার কারিগর আর প্রকৌশলীগণ দেশের অর্থনীতি সচল রাখার কারিগর। স্পিনিং সেক্টরে গ্যাসের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্যাসের মূল বৃদ্ধি করার পূর্বে সরকারকে বলা হয়েছিল কিন্তু সরকার আমাদের কোনো কথাই রাখেন নাই। ভারতে সুতার দাম কমে গেলে আমাদের দেশে রপ্তানি করে এতে স্পিনিং সেক্টর বসে যাচ্ছে।

স্পিনিং সেক্টরের বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান শীর্ষক আলোচনা সভা আরো বক্তব্য রাখেন, সালমা গ্রুপের সিইও প্রকৌশলী মো. আজহার আলী, আইটিইটির আহবায়ক, প্রকৌশলী এহসানুল করিম কায়সার।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য ড. জুলহাস উদ্দিন, বিজিএমইএ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য, ড. আইয়ুব নবী খান, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরামের সভাপতি, প্রকৌশলী এটিএম সামসুদ্দিন খান, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরামের সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রকৌশলী এনায়েত হোসেন, তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন, প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম, আইইবি'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, প্রকৌশলী আবু হোসেন (হিটলু), প্রকৌশলী মো. আমিনুল ইসলাম, প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. ফারুকুল ইসলাম জনি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ উল্লাহ আল ফাসানি (বাহার) সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশলীবৃন্দ।

আলোচনা সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. সাঈদুর রহমান এবং সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী সুমায়েল মো. মল্লিক, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি।

Career in Garments Merchandising : Build a Strong Future with Bangladesh's Leading Export Industry শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের উদ্যোগে Career in Garments Merchandising : Build a Strong Future with Bangladesh's Leading Export Industry শীর্ষক সেমিনার ২৫ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. সন্ধ্যা ৬ :০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম, চেয়ারম্যান, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন। উক্ত সেমিনার সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকৌশলী মো. আমিনুল ইসলাম, সদস্য টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, আইইবি।

উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী মুহাম্মদ উল্লাহ আল ফাসানী, তিনি Career in Garments Merchandising : Build a Strong Future with Bangladesh's Leading Export Industry-এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. সাঈদুর রহমান এবং প্রকৌশলী সুমায়েল মো. মল্লিক, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম, প্রকৌশলী আবু হোসেন (হিটলু), কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আইইবি, প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. ফারুকুল ইসলাম জনিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশলীবৃন্দ।

Career in Garments Merchandising : Build a Strong Future with Bangladesh's Leading Export Industry শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের উদ্যোগে Career in Garments Merchandising : Build a Strong Future with Bangladesh's Leading Export Industry শীর্ষক সেমিনার ০৯ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. বিকাল ৫ :০০ টায় আইইবি সদর দফতর, পুরাতন ভবন সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম, চেয়ারম্যান, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন। উক্ত সেমিনার সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকৌশলী মো. আমিনুল ইসলাম, সদস্য টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, আইইবি।

উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী মুহাম্মদ উল্লাহ আল ফাসানী, তিনি Career in Garments Merchandising : Build a Strong Future with Bangladesh's Leading Export Industry-এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। উক্ত সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) আইইবি, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. সাঈদুর রহমান এবং প্রকৌশলী সুমায়েল মো. মল্লিক, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম, প্রকৌশলী আবু হোসেন (হিটলু), কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আইইবি, প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. ফারুকুল ইসলাম জনিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশলীবৃন্দ।

উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার

International Women in Engineering Day-2025 উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের উদ্যোগে ২৩ জুন ২০২৫ খ্রি. রোজ সোমবার, বিকাল ৫:৩০ মি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকায় 'International Women in Engineering Day-2025' উদযাপন করা হয়। 'International Women in Engineering Day-2025' (আন্তর্জাতিক নারী প্রকৌশলী দিবস) উপলক্ষে একটি র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী দিলরুবা ফারজানা এবং সম্পাদক, প্রকৌশলী ইশরাত জাহান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইইবি সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার্স ডিভিশনের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থার নারী প্রকৌশলীবৃন্দ।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। তিনি উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্পাদক ও অতিথিবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি আইইবিতে নারীদের কাজের সুবির্ধাথে একটি ডে কেয়ার সেন্টার ও চাইল্ড কেয়ার কর্ণার চালু করার জন্য উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং এক্ষেত্রে উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার'কে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গিকার করেন।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতিসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে নারী প্রকৌশলীরা বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত ও হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। এর প্রতিকার হিসাবে তিনি আইইবিতে একটি Anti-Harassment কমিটি গঠন করার মতামত প্রদান করেন। উক্ত আলোচনা সভায় উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের সম্পাদক প্রকৌশলী ইশরাত জাহান, বলেন, বর্তমান সময়ে নারীদের কাজের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। নারীদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য আইইবিকে উদ্যোগ গ্রহাণ করার জন্য অনুরোধ করেন।

উক্ত আলোচনা সভায় উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী দিলরুবা ফারজানা, বলেন ২০১৪ সালে যুক্তরাজ্যের Women Engineering Society (WES) দ্বারা তাদের ৯৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে 'International Women in Engineering Day' চালু করা হয়। এই উদ্যোগ দ্রুত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং ২০১৬ সালে UNESCO-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, বর্তমানে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও উদযাপিত হয়। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আইইবি উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার দিবসটি উদযাপন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী দিলরুবা ফারজানা, ভাইস-চেয়ারম্যান, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী ইসরাত জাহান, সেক্রেটারী, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি।

Empowering Young Engineers: Soft Skills and Career Development শীর্ষক প্রশিক্ষণ ও সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের উদ্যোগে ০৮ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার, বিকাল ৩:৩০ মিনিটে প্রশিক্ষণ এবং সন্ধ্যা ৬ : ৩০ মিনিটে Empowering Young Engineers: Soft Skills and Career Development শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ ও সেমিনার শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল নবীন প্রকৌশলীদের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সফট স্কিলস (Soft Skills), যেমন: কার্যকর যোগাযোগ (Effective Communication), নেতৃত্বগুণ (Leadership), আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, পেশাগত আচরণ (Professional Etiquette), এবং ক্যারিয়ার পরিকল্পনা বিষয়ে জ্ঞান ও অনুপ্রেরণা প্রদান। প্রশিক্ষণ সেশনটি পরিচালনা করেন উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী শাহনাজ শারমিন এবং উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের সম্পাদক প্রকৌশলী ইসরাত জাহান, যারা বাস্তব উদাহরণ ও ইন্টারেকটিভ কার্যক্রমের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেন। এই কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, এবং পেশাগত জীবনে সফলতার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বাস্তব দিকনির্দেশনা পেয়েছেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

(রাজউক)। তিনি বলেন, ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে নন টেকনিক্যাল বলে কোনো শব্দ নেই, তাকে যে কাজেই লাগাবে সে কাজেই সফল ও দক্ষ হতে হবে এবং লিডারশীপ দিবে হবে। কমিউনিকেশনে দক্ষ, দায়িত্বশীল হতে হবে, টাইম ম্যানেজমেন্ট এ সবসময় ক্রিটিক্যাল পাথ ম্যাথোড ফলো করতে হবে এবং শেখার আগ্রহ থাকতে হবে। কাজের ক্ষেত্রে উঁচ্চপদস্থ এবং নিম্ন পদস্থ সবার সাথেই সবসময় সুন্দর এবং মার্জিতভাবে কথা বলার দক্ষতা থাকতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আইইবি'তে সবসময় টেকনিক্যাল সেমিনার হয় এই প্রথম একটি ব্যাতিক্রমধর্মী সেমিনার আয়োজন হলো। আজকের এই সুন্দর সেমিনার আয়োজনে উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন চাকরীক্ষেত্রে প্রফেশনাল স্কিল ও হিউম্যান স্কিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। তিনি বলেন, আজকের সেমিনারটি যুগোপযোগী ও ব্যাতিক্রমধর্মী। চাকুরীক্ষেত্রে কাজের প্রতি সম্মান, সততা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে তবেই লক্ষ্যে পৌছানো যাবে।

গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিসেস মুসলিমা খন্দকার। তিনি বলেন, চাকরিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ দিক সফটস্কিলের পাশাপাশি প্রেজেন্টেশন, লিডারশীপ, প্রফেশনাল এটিকেট, টাইম ম্যানেজমেন্ট এ দক্ষ হতে হবে। গ্লোবাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে সফল হতে গেলে যোগাযোগ, নেটওয়ার্ক নেতৃত্ব এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অপরিহার্য। তরুন প্রজন্মদের এখন থেকেই এই দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং শেখার মানসিকতা থাকতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী ফজিলাতুন্নেছা, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি)। তিনি সফটস্কিলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন। সেমিনারের বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শামীম আরা বেগম, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, প্রকৌশলী দিলরুবা ফারজানা, প্রকৌশলী রাবেয়া বেগম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইইবি সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশল বিভাগের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী শাহনাজ শারমিন, চেয়ারম্যান, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি, এবং সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী ইসরাত জাহান, সেক্রেটারী, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি।

ঢাকা কেন্দ্র

Workshop on AI Knowledge Quest

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে দশদিন ব্যাপী ২১ থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৫ খ্রি., আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল কক্ষে (২য় তলা) আইসিটি সেক্টরের উপর দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে Workshop on AI Knowledge Quest অনুষ্ঠিত হয়।

২১ জুলাই ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান, রাজউক প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) উপস্থিত থেকে ওয়ার্কশপের শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)।

ওয়ার্কশপের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জ্বল) ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ট্রেইনার ছিলেন Engr. Kaosar Ahmed, M-37799 Founder & CEO, Team Cyb3rCl@w Cybersecurity, AI and IoT Expert. ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এর ১৩ জন, বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রা.)

লিমিটেড এর ১ জন, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড এর ১ জন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর ৬ জন, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এর ৩ জন এবং অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ২০ জনসহ মোট ৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থী ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। ট্রেনিং সমাপ্তির শেষ দিন ৩১ জুলাই, ২০২৫ খ্রি. Concluding Session & Certificate Distribution অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, এফ/৩০৩০, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। ওয়ার্কশপের সমাপনী দিনে প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

"আলোচনা সভা ও জুলাই শহীদ পরিবারবর্গকে সম্মাননা"

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০২ আগস্ট, ২০২৫ খ্রি., সকাল ১১:০০ টায়, রমনাস্থ আইইবি মিলনায়তনে ঐতিহাসিক জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে "আলোচনা সভা ও জুলাই শহীদ পরিবারবর্গকে সম্মাননা" অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক মন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও আহ্বায়ক, বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ প্রফেসর ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট এবং চেয়ারম্যান, রাজউক প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র ঢাকা মহানগর উত্তর এর আহ্বায়ক জনাব আমিনুল হক, এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ-এ্যাব এর সাবেক মহাসচিব প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন আহমেদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহ-সম্পাদক প্রকৌশলী আশরাফ উদ্দিন বকুল এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ-এ্যাব, ঢাকা বিভাগ এর প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী আব্দুস সোবহান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর সম্মানী সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জ্বল)। অনুষ্ঠানে জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের বক্তব্যে জুলাইয়ের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ত্যাগ এবং অনুভূতি ফুটে উঠে। ঐতিহাসিক জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের উপর ডকুমেন্টারী প্রদর্শিত হয়। জুলাই শহীদ মোট ০৯ পরিবারকে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

Training on FIDIC (Red Book & Pink Book)

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী ২৮ থেকে ৩০ আগস্ট, ২০২৫ খ্রি., আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল কক্ষে (২য় তলা) FIDIC (Red Book & Pink Book) Training অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ আগস্ট ট্রেনিং এর শুভ উদ্বোধন করেন প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। Training আয়োজনে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী

আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জ্বল) ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে কোভিড ও হৃদরোগ বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৫ জুন, ২০২৫ খ্রি. সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে 'লিভিং উইথ কোভিড-১৯ (সেফটি, সায়েন্স এন্ড সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি) এন্ড কার্ডিওভাসকুলার প্রসিডিউর ইন বাংলাদেশ' বিষয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতাল লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. এ. কে. এম. ফজলুল হক ও বিশেষ অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতাল লি. বোর্ড অব ডিরেক্টর মিসেস আমেনা শাহীন উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউট অব এ্যাপ্লাইড হেলথ সায়েন্স এর অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মো. জাবেদ এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতাল লি. এর প্রধান কার্ডিয়াক সার্জন ডা. সরওয়ার কামাল। কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মো. জাবেদ বলেন, কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা এখন রিকভারি হয়েছে। তবে, এটি পুরোপুরি নির্মূল হবে না, বর্তমান সময়ে কোভিড আরো মারাত্মকভাবে বিশ্বে আবির্ভাব হতে চলেছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি কিভাবে জীবন-যাপন করলে নতুন ভ্যারিয়েন্টের কোভিড সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। চলাচলের ক্ষেত্রে জনসমাগম স্থল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়ে কোভিড সংক্রমণ হলে পরিবার ও সমাজের মধ্যে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে করণীয় বিষয়ে বিষদভাবে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন, সচেতনতা এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জীবন-যাপন করলে কোভিড মোকাবেলা সহজ হবে বলে মন্তব্য করেন।

সেমিনারে অপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে ডা. সরওয়ার কামাল বলেন, হৃদরোগ হলো মারাত্মক প্রাণহারী রোগ। হৃদপিন্ড মানুষের শরীরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান করে সমস্ত শরীরের রক্ত সঞ্চালনের কাজ করে যাচ্ছে। রক্ত সঞ্চালনের একাজ মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয়না। হৃদপিন্ডের কাজের ছন্দপতন হলে মানব শরীরে মারাত্মক ক্ষতি ও জীবননাশের ঝুঁকি সৃষ্টি হয় বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, অসচেতনতার কারণে প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় দুই কোটি মানুষ এই রোগে মারা যায়। আল্লাহতায়ালা মাতৃগর্ভে ভ্রূণ থেকে সর্বপ্রথম হৃদপিন্ড সৃষ্টি করে পর্যায়ক্রমে মানব শিশু তৈরী করেন। মানুষ সচেতনভাবে তামাকমুক্ত, চর্বিমুক্ত ও তৈলাক্ত খাবার পরিহার করে সৃষ্টিকর্তার এই গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম নিয়ামত রক্ষা করতে পারেন। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসায় হার্টের রক্তনালীতে রিং পরানো এবং ওপেন হার্ট সার্জারির মাধ্যমে সুস্থ থাকা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, মানুষের হঠাৎ বুকে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, চোয়ালে ও পিঠের ব্যথা এবং বমির লক্ষণ দেখা দিলে হার্ট এ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এজন্য সাথে সাথে করণীয় হচ্ছে দ্রুত সময়ের মধ্যে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। তিনি হার্ট এ্যাটাক প্রতিরোধ ও মুক্তির জন্য ধুমপান মুক্ত, দুঃচিন্তা পরিহার, চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার, ওজন ও ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণসহ নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনের উপর জোর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে ডা. এ. কে. এম. ফজলুল হক বলেন, হৃদরোগসহ অনেক জটিলরোগের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার লক্ষ্যে আধুনিক সরঞ্জামসহ প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতিতে চিকিৎসা বন্দর নগরী চট্টগ্রামের অনেক বেসরকারি হাসপাতালে শুরু হয়েছে। ঢাকা ও অন্যান্য দেশে গিয়ে ব্যয়বহুল চিকিৎসা না করে অত্যন্ত সাশ্রয়ী খরচে বর্তমানে

চট্টগ্রামেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সার্জন দ্বারা বিশ্বমানের সকল চিকিৎসা ও অপারেশন করা সম্ভব। এলক্ষ্যে চট্টগ্রামের প্রাচীনতম হাসপাতাল চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতাল লি. বর্হিবিশ্বের ন্যায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ এবং সাশ্রয়ী ব্যয়ে মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা ও হৃদযন্ত্রের বাইপাশ সার্জারীসহ সকল ধরনের অপারেশন চালু করেছে। এছাড়া তিনি বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে মহিলা ব্যবস্থাপনা ও মহিলা ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হাসপাতালের অপর ইউনিট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি চট্টগ্রামের ধনী-দরিদ্র আপামর জনসাধারণকে যেকোনো সময় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালের চিকিৎসা গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম বলেন, মানুষের শারীরিক সুস্থতা আল্লাহ প্রদত্ত এক অশেষ নেয়ামত। তিনি পরিমিত খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, যথাযথ চেক আপ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ রাখা অতীব জরুরি বলে মত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও শরীর চর্চার মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রের ইআরসিতে প্রকৌশলী, প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং প্রকৌশলীদের প্রাথমিক চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি এসকল সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান করেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকৌশলী মো. নুরুল আলম, প্রকৌশলী তৌহিদুল আনোয়ার, প্রকৌশলী মো. এমাদুল হক, প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, প্রকৌশলী ফসিউল ইসলাম, প্রকৌশলী অহিদুল আলম টিটু অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও মূল প্রবন্ধকারদ্বয়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ ও ক্রেস্ট উপহার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলী কর্মকর্তাবৃন্দ, কাউন্সিল সদস্যগণ এবং প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের জন্য সর্বোচ্চ হ্রাসকৃত ফিতে চিকিৎসা সেবা ও হাসপাতাল সুবিধা বিষয়ে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালের সাথে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের এমওইউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জাতীয় অগ্রগতিতে শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে সেতুবন্ধন বিষয়ে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে প্রযুক্তিগত সংলাপ অনুষ্ঠিত

ইনস্টিটিউশন ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্র ও ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড রিসার্চারস সোসাইটির এর যৌথ উদ্যোগে "জাতীয় অগ্রগতির জন্য প্রকৌশল সহযোগিতা, শিক্ষা ও শিল্প খাতে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা" বিষয়ক প্রযুক্তিগত সংলাপ ২৯ জুন, ২০২৫ খ্রি. বিকালে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে ও এইআরএস, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. জুনায়েদ এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) সাবেক উপাচার্য ও বিশিষ্ট প্রকৌশলী প্রফেসর মোজাম্মেল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এইআরএস, চট্টগ্রামের সদস্য-সচিব প্রকৌশলী আরিফ হাসান চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান।

প্রযুক্তিগত সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ড. ইমাদুর রহমান, তিনি তার মূল বক্তব্যে প্রকৌশল খাতে ডিজিটালাইজেশন ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, শিক্ষা ও শিল্পখাতের কার্যকর সমন্বয় ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ ধরনের সংলাপের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগ ও নতুন উদ্ভাবনের পথ সুগম হওয়ার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প খাতের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। প্রকৌশলী সমাজ যদি একত্রে কাজ করেন, তাহলে দেশের উন্নয়ন তরান্বিত হবে মত ব্যক্ত করেন। সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী

মনজারে খোরশেদ আলম, দেশে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে তা বাস্তবায়নে শিল্প ও ইনস্টিটিউশন সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি শিল্প উন্নয়ন ও শিক্ষার অগ্রগতিতে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এইআরএস এর আহবায়ক প্রফেসর ড. সানাউল্লাহ চৌধুরী তাঁর সমাপনী বক্তব্যে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র ও এইআরএস এর কোলাবোরেশন এর উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন, প্রকৌশলী ড. সানাউল্লাহ চৌধুরী, আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান আমিনুর রহমান, চুয়েটের অধ্যাপক প্রকৌশলী ড. নাসরুল মামুন, প্রকৌশলী ড. আসিফ ইকবাল, ড. হেদায়েত উল্লাহ, প্রকৌশলী কামাল হোসেন, প্রকৌশলী প্রিয়ম চৌধুরী, প্রকৌশলী সাজ্জাদ হোসেন, প্রকৌশলী জয়নাল আবেদিন, প্রকৌশলী মুহাম্মদ ইমরান ও প্রকৌশলী আমান উল্লাহ । মূল প্রবন্ধকারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ ও ক্রেস্ট উপহার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলী কর্মকর্তাবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, স্থানীয় কাউন্সিল সদস্যগণ এবং প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান জুলাই শহীদ দিবস-২০২৫ উপলক্ষে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান জুলাই শহীদ দিবস-২০২৫ উপলক্ষে ১৬ জুলাই, ২০২৫খ্রি. বুধবার সকালে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং বাদ মাগরিব কেন্দ্রের এবাদতখানায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে স্মৃতিচারণ করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম। দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিল সদস প্রকৌশলী মো. মেজবাহ উদ্দিন খালেদ ও প্রকৌশলী মো. এমাদুল হকসহ অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ।

জুলাইয়ের সকল শহীদ, অঙ্গহানী ও পঙ্গুত্ব বরণকারীদের স্মরণে স্মৃতিচারণ করে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম বলেন, বিগত দিনে দেশকে ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার মুক্ত করতে গিয়ে আমাদের যেসকল ছাত্র জনতা ও বিভিন্ন স্তরের প্রায় পনেরশত আন্দোলনকারী শহীদ হয়েছেন। তাদের মধ্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের মেধাবী ছাত্র আবু সাঈদ পুলিশের সামনে বুক পেতে দিয়ে বীরের মতো শহীদ হয়েছেন। উক্ত নৃশংস দৃশ্য সারাদেশব্যাপী টিভি পর্দায় সরাসরি অবলোকন করেন। উক্ত ঘটনায় সারাদেশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তিনি জুলাই আন্দোলনের প্রথম শহীদ চট্টগ্রামের ওয়াসিম আকরাম, মুগ্ধ, ফাইয়াজসহ সকল শহীদদের স্মরণ করেন। তাদের আত্মত্যাগে আজ দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে ফ্যাসিবাদের দোসররা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘাপটি মেরে আছে এবং বিভিন্ন চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে, সুযোগ পেলে তারা অরাজকতা সৃষ্টি করে দেশের এই স্বাধীনতা ভুলণ্ঠিত করতে পারে। তিনি বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

পরিশেষে মহান জুলাইয়ে আত্মত্যাগকারী শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং পঙ্গুত্ববরণকারীদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে মুনাজাত করেন কেন্দ্রের এবাদতখানার ইমাম মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৯ জুলাই, ২০২৫ শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে "sBIT-Cadence University VLSI Design Program For Special Manpower Development (SMDP) on VLSI and AI" বিষয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসবিআইটি (ইউএসএ), এসবিআইটি লি. (বাংলাদেশ), এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও ড. জাহাঙ্গীর দেওয়ান। বিশেষ অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্য-সচিব জনাব জাহিদুল করিম কচি। কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে ড. জাহাঙ্গীর দেওয়ান বলেন, আধুনিক বিশ্বে উন্নত দেশসমূহ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল এবং নিত্য নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। এদেশে বিশ্বমানের রিসোর্স ও সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে VLSI শিক্ষা বিস্তার ও ইন্ড্রাস্ট্রিসগুলোতে দক্ষ প্রকৌশলী তৈরী করা এই প্রযুক্তির অন্যতম লক্ষ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি আরো বলেন, sBIT-Cadence এর এসএমডিপি প্রোগ্রামের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে VLSI ডিজাইন ল্যাব, প্রশিক্ষণ, ক্যাডেন্স টুল ব্যবহারের সুযোগ এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ চিপ থেকে সিস্টেম ডিজাইন পর্যন্ত কাজ শিখার সুযোগ পাবে। এছাড়াও VLSI ডিজাইন প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম বলেন, বাংলাদেশে প্রযুক্তি খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা তৈরীতে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এধরনের প্রযুক্তি বিষয়ে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে মত ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি সকল বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর পর্বে আইআইইউসির ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগীয় প্রধান প্রকৌশলী মো. শহিদুল্লাহ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগীয় প্রধান প্রকৌশলী টুটুল আহমেদ ও কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী শায়লা সানজিদা অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধকারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ ও ক্রেস্ট উপহার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলী কর্মকর্তাবৃন্দ, কাউন্সিল সদস্যগণ, প্রকৌশলীবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা সহযোগিতা বৃদ্ধি, ইনস্টিটিউশন ও শিল্প অংশীদারিত্বের ভিত্তি স্থাপন, উদ্ভাবনকে অগ্রসর করা, শিল্প পরিবেশ সৃষ্টি, গবেষণা প্রকল্প সম্প্রসারণ এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার সক্ষমতা বিষয়ে sBIT Inc (USA), sBIT Ltd (Bangladesh) এর সাথে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের MoU চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ৩৮২তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৩৮২তম কাউন্সিল সভা ১৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখ কেন্দ্রের কাউন্সিল কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম সভাপতিত্ব করেন।

সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় কাউন্সিলে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ, সকল স্থানীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ ও সম্মানী সহকারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে ৩৮১তম সভার পর হতে যে সমস্ত প্রকৌশলী মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদেরসহ প্রকৌশলী আনোয়ারুল কবির এর একমাত্র পুত্র চট্টগ্রাম ক্যান্টমেন্ট পাবলিক কলেজের

মেধাবী ছাত্র তাহসিন আনোয়ার সীতাকুন্ডের সহস্র ধারা ঝর্ণায় দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ায় শোক প্রস্তাব করা হয়। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কাউন্সিল কেন্দ্রের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন, কেন্দ্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ প্রকৌশলীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে বেসরকারি চাকরিজীবী প্রকৌশলীদের চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন, প্রকৌশলীদের নিয়ে জব ফেয়ার আয়োজন, প্রকৌশলীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়া আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সাথে চট্টগ্রামের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন চট্টগ্রামের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণসহ জুলাই-আগস্ট ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন স্মরণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাউন্সিল সেগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ৩৮৩তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৩৮৩তম কাউন্সিল সভা ৩০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ কেন্দ্রের কাউন্সিল কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম সভাপতিত্ব করেন।

সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় কাউন্সিলে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ, সকল স্থানীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ ও সম্মানী সহকারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা হয়। ৩৮২তম সভার পর হতে যে সমস্ত প্রকৌশলী ও পরিবারের সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের স্মরণে শোক প্রস্তাব করা হয়। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কাউন্সিল স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ প্রকৌশলীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে কেন্দ্রে পরিচালিত বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সমমান এএমআইই কোর্সের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রকৌশলীদের পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধিতে সেমিনার, ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকৌশলী সদস্যদের জন্য উচ্চতর ডিগ্রি এমবিএ (এক্সিকিউটিভ) অর্জনের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে সম্পাদিত ইউএসটিসি এর সাথে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের (MoU) চুক্তি সংশোধন করে কেন্দ্রের সহযোগী সদস্যদের এমবিএ (এক্সিকিউটিভ) ডিগী অর্জনে সুযোগ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এছাড়াও কেন্দ্র হতে প্রকৌশলী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, প্রকৌশলীদের জন্য বেসরকারি চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন, চুয়েট রিসোর্স সেন্টার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকৌশলী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন গবেষণার লক্ষ্যে কেন্দ্র হতে উপ-কমিটি গঠন করা হয়। কাউন্সিল সেগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

বাংলাদেশে প্রকৃত পানির ঘাটতি, পানির প্রাপ্যতা এবং ভবিষ্যতে পানি সংকট নিরসনে- আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রি. সন্ধ্যা ৬:৩০টায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে (৬ষ্ঠ তলায়) "Understanding the actual water shortage in Bangladesh: Insights into Water Availability and the Way Forward" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)'র সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. রিয়াজ আকতার মল্লিক।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে চুয়েটের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. ফারুক উজ-জামান চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি হিসেবে চুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রকৌশলী সুলতান মো. ফারুক উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর ডীন ড. প্রকৌশলী মোজাম্মেল হক।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. রিয়াজ আকতার মল্লিক বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের নদীসমূহ শুকিয়ে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ নিচের স্তরে চলে যাচ্ছে। ভূপৃষ্টে পানির ঘাটতি দেখা দিচ্ছে বলে মতব্যক্ত করেন। দেশের নগরসমূহ, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে অপরিহার্য উপদান হলো পানি। দেশের নদীগুলো সকল সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নদীর পানি হতে নদীর দু'পাশে বসবাসকারীসহ কৃষিক্ষেত্রে অধিকাংশ চাহিদা মেটায় বলে উল্লেখ করেন। দেশে বর্ষা মৌসুমে ৮৫ শতাংশ এবং শুস্ক মৌসুমে ১৫ শতাংশ পানি সরবরাহ হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন, দেশে পানির চাহিদার তুলনায় সরবরাহের ঘাটতি রয়েছে, এক্ষেত্রে ভূপৃষ্টে পানির প্রবাহ, ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ব্যবহার এবং আর্ন্তসীমান্ত নদী প্রবাহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। জাতীয় পর্যায়ে পানি সংরক্ষণে কৌশল তৈরী গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ভবিষ্যতে পানির প্রাপ্যতা ও পানির সংকট নিরসনে নদী, খাল খনন এবং অকৃষি খাস জমিতে ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ করা হলে খরা মৌসুমে ৪০ শতাংশ ঘাটতি মেঠানো সম্ভব বলে মতব্যক্ত করেন।

এছাড়াও তিনি ভবিষ্যত প্রজন্মকে পানি সংকট মোকাবেলায় ভূগর্ভস্থ পানি গবেষণার উপর বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. ফারুক উজ-জামান চৌধুরী বলেন, শহরের পাশাপাশি গ্রাম অঞ্চলেও পুকুরসমূহ ভরাট করায় তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। শহরে বহুতলা ভবনে পানি সংরক্ষণ করা যাচ্ছেনা, নগরে খালসমূহ ভরাট করে ভবন নির্মিত হচ্ছে। তিনি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পানি সংরক্ষন, চাহিদা ও যোগান সমন্বয় বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, বিভিন্ন উৎসের পানি নিয়মিত বঙ্গোপাসাগরে চলে যাচ্ছে যা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তিনি দেশের প্রয়োজনীয় পানির উৎস তৈরী এবং পানির যোগান নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন গবেষণার উপর জোর গুরুত্বারোপ করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকৌশলী কাজী আরশাদুল ইসলাম, প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান, ড. প্রকৌশলী মোজাম্মেল হক, প্রকৌশলী মো. নুরুল আলম, প্রকৌশলী ইফতেখার হোসেন অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধকারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ ও ক্রেস্ট উপহার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলী কর্মকর্তাবৃন্দ, কাউন্সিল সদস্যগণ, প্রকৌশলীবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে জাতীয় অগ্রগতিতে শিক্ষা ও শিল্পে সেতুবন্ধন বিষয়ক কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি. সন্ধ্যায় কেন্দ্রের কাউন্সিল কক্ষে "Bridging Academia and Industry in National Progress" শীর্ষক কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)'র উপাচার্য প্রফেসর ড. মাহমুদ আবদুল মতিন ভূঁইয়া, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)'র উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মাকসুদ হেলালী, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম উপস্থিত ছিলেন। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি চুয়েটের ভিসি– জাতীয় অগ্রগতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা ও শিল্পের পারস্পরিক সেতুবন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম বলে মতব্যক্ত করেন। তিনি শিল্প সম্প্রসারণে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উচ্চতর জ্ঞান অর্জন, গবেষণামূলক ও শিল্প সমন্বিত কর্মকাণ্ড প্রণয়নে চুয়েট বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়াও তিনি টেকসই গুণগত মানসম্পন্ন মেশিনারিজ ব্যবহার, শিল্পে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা ও বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নতুন

নতুন উদ্ভাবনে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও চুয়েট একত্রে কাজ করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি কুয়েটের ভিসি বলেন, দেশের পরিবর্তনে, জাতীয় অগ্রগতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান আইইবি মাধ্যম হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে ইন্টার্নশিপ হিসেবে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সুযোগ দেয়া প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। এছাড়াও তিনি শিল্প প্রতিষ্ঠানে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী, স্থায়ী প্রযুক্তি ব্যবহার, গবেষণামূলক উন্নয়ন ও সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

কারিগর্ী আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি সিডিএ'র চেয়ারম্যান বলেন, দেশের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীল কাঠামো উদ্ভাবন একান্ত প্রয়োজন। তিনি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন টেস্ট রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অধিক তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম বলেন, শিক্ষা ও শিল্পখাতে কার্যকর সমন্বয় ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এধরনের কারিগরি আলোচনার মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগ ও নিত্য নতুন উদ্ভাবনের পথ সুগম হবে বলে মতব্যক্ত করেন। তিনি সরকারি বেসরকারি, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও আইইবি'র মাঝে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি বলে উল্লেখ করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন, বিএসআরএম এর হেড অব অপারেশন প্রকৌশলী আজিজুল হক, কুয়েটের ট্রিপল-ই ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ড. নুরুন্নবী মোল্লা। কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিগণকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলীবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, কাউন্সিল সদস্যগণ এবং প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ৩৮৪তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৩৮৪তম কাউন্সিল সভা ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি. কেন্দ্রের কাউন্সিল কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম সভাপতিত্ব করেন। সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় কাউন্সিলে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ, সকল স্থানীয় কাউন্সিল সদস্যগণ ও সম্মানী সহকারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া'র সুস্থতা কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। এরপর যেসকল প্রকৌশলী ও পরিবারের সদস্য ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা ও আইইবি'র সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করেন কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মেজবাহ উদ্দিন খালেদ।

কেন্দ্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ প্রকৌশলীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র ও চুয়েট যৌথ রিসোর্স সেন্টার চালুর উদ্যোগ, বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি, ভূমিকম্পের হুমকির মধ্যে বসবাসকারী জাতীয় অর্থনীতি শীর্ষক সেমিনার আয়োজনসহ প্রকৌশলীদের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ। এছাড়া আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন, বার্ষিক বনভোজন আয়োজন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ে একটি স্মরণিকা প্রকাশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কাউন্সিল সেগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি. সন্ধ্যা ৭:০০টায় কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

(এডমিন প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ ও পেশাগতমান উন্নয়ন উপ-কমিটির আহবায়ক প্রকৌশলী মো. আব্দুল হান্নান ।

সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম জানান, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য করে সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে আসতে হবে। প্রযুক্তি দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই আমাদের প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, না হয় আমরা পিছিয়ে পড়বো। প্রযুক্তি ও দক্ষতায় আমরা পিছিয়ে থাকায় বিদেশি প্রকৌশলীরা এসে কনসালটেন্সি ফি বাবদ বা আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদেরকেও জ্ঞানে বিজ্ঞানে এগিয়ে যেতে হবে। প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র বিভিন্ন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অটোক্যাড, টু-ডি, থ্রি-ডি, ইটাবস, এমএস প্রজেক্ট, পিএলসিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এসকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৌশলীসহ অন্যান্য পেশাজীবীগণ অত্যন্ত স্বল্প ফিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি কর্মস্থলে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীগণের মধ্যে সনদ বিতরণ করা হয়। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে সম্মানী সহকারী প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, প্রকৌশলী মো. বখতিয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

যশোর কেন্দ্র

আইইবি'র নির্বাহী কমিটির সাথে যশোর প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) যশোর কেন্দ্রে ১০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি., সকাল দশটায় আইইবি'র নির্বাহী কমিটির সাথে যশোর প্রকৌশলীদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী সব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী এস.এম. মোয়াজ্জেম হোসেন, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, যশোর কেন্দ্র। আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. রাসেক খান, প্রকৌশলী মো. মানিক হোসেন, প্রকৌশলী অমূল্য কুমার সরকার, প্রকৌশলী জি এম মাহমুদ প্রধান, প্রকৌশলী এম. এম. নূর-ই-আলম, প্রকৌশলী মো. নাসির উদ্দিন, প্রকৌশলী মো. কবির হোসেন, প্রকৌশলী মো. নূর ইসলাম, প্রকৌশলী মো. বেনজুর রহমান, প্রকৌশলী মো. কামাল হোসেন, প্রকৌশলী খন্দকার আবু হাসান সোহেল, প্রকৌশলী মো. ফজলে রাব্বী, প্রকৌশলী মো. সাদিকুর রহমান, প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ, ড. প্রকৌশলী শাখাওয়াত হোসেন, প্রকৌশলী মো. মাযহারুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. সোহেল রানা, প্রকৌশলী মো. ওয়ালিয়ার রহমান, প্রকৌশলী মো. আব্দুল গফুর, প্রকৌশলী মো. নাজমুস সাকিব, প্রকৌশলী প্রফেসর ড. এ.এস.এম. মুজাহিদুল হক, প্রকৌশলী মো. আশিফ উল্লাহ চৌধুরী (জুয়েল) প্রমুখ।

রাজশাহী কেন্দ্র

আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রে শীতবস্ত্র বিতরণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে চার শতাধিক দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম রিজু, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। তিনি বলেন, 'ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) পেশাজীবীদের জন্য কাজ করার পাশাপাশি হতদরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্যও কাজ করে।

শীতবস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম শেষ হবে না। ভবিষ্যতে দরিদ্র মানুষের সন্তানদের লেখাপড়ায় সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।' তিনি সমাজের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, এফ/৪৫২০-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আয়োজনে বিশেষ অতিথি ছিলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান মনির, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন পিএন্ডএসডব্লিউ), রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী প্রফেসর ড. মো. রবিউল ইসলাম সরকার, সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবিসহ বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলীরা।

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) শুধু পেশাজীবীদের জন্য নয়, দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবা ও মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে। শীতবস্ত্র বিতরণের মতো উদ্যোগ তাদের মানবিক দায়বদ্ধতার প্রতীক। এসব কার্যক্রম স্থানীয় জনগণের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী "ইঞ্জিনিয়ার্স ডে" পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে রাজশাহীতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়েছে ৭৭তম 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে-২০২৫'। প্রকৌশল পেশাজীবীদের সংগঠন আইইবি-এর উপশহরস্থ কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয় দিবসটি। সকাল ৮:০০ টায় জাতীয় পতাকা ও আইইবি'র পতাকা উত্তোলন এবং দেশ গঠনে অবদান রাখতে প্রকৌশলীদের শপথ বাক্য পাঠ করান রাজশাহী কেন্দ্রের সম্মানিত চেয়ারম্যান, সরদার আনিছুর রহমান রানা, এফ/৪৫২০ এবং তিনি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

আইইবি-এর "প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ইঞ্জিনিয়ার্স ডে" এর ফেস্টুনযুক্ত বেলুন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানো হয়। অতঃপর সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি মহানগরীর সড়কসমূহ প্রদক্ষিণ করে আইইবি চত্তরে এসে শেষ হয়।

আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের সম্মানিত চেয়ারম্যান, সরদার আনিছুর রহমান রানা, এফ/৪৫২০ এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান মনির, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন পিএন্ডএসডব্লিউ), রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি।

লোকাল কাউন্সিল মেম্বারগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. শেখ কামরুজ্জামান, প্রকৌশলী মো. বরকত হোসেন মোল্লা, প্রকৌশলী আব্দুল্লা হিস সাফী, প্রকৌশলী মো. শরিফুল হক, প্রকৌশলী গোলাম মোরশেদ, প্রকৌশলী মো. রোমেল হায়দার, প্রকৌশলী মোর্শেদ মাহমুদ চৌধুরী, প্রকৌশলী জুনায়েদ আহমেদ ও প্রকৌশলী ইলিয়াস বিন কাসেম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রকৌশলী প্রফেসর ড. মো. রবিউল ইসলাম সরকার, সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে রাজশাহীর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতি তার বক্তব্যে প্রকৌশলীদের অধিকার আদায় এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবার আহবান জানান। দিবসটি উপলক্ষে আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের চত্তরে বর্ণিল ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙ্গানো হয় এবং আলোকসজ্জা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

আইইবি, রাজশাহী কেন্দ্রে বজ্রপাত প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রাজশাহী কেন্দ্র ও আইইবি তড়িৎকৌশল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ১৪ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. রাজশাহীতে বজ্রপাত প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন রাত ৮:০০ টায় প্রকৌশল পেশাজীবীদের সংগঠন আইইবি-এর উপশহরস্থ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে 'ডিজাইন এন্ড ইমপ্লিমেনটেশন অব কনভেনশনাল এন্ড এ্যাডভান্স লাইটনিং প্রোটেকশন সিস্টেম' শীর্ষক সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার পরবর্তী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্বিবিদ্যালয় (রুয়েট)-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএম আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি এবং প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন, চেয়ারম্যান, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি।

মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মাসুদ রানা, বিভাগীয় প্রধান, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, রুয়েট। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা, ভাইস-চেয়ারম্যান, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, চেয়ারম্যান, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি। উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. রবিউল ইসলাম সরকার, সম্মানী সম্পাদক, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি।

সেমিনারে বজ্রপাতের কারণ ও বজ্রপাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে করণীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়। বজ্রপাতে প্রতিবছর অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে, স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এসব ক্ষতির পরিমাণ কীভাবে কমানো যায় সেদিকে দৃষ্টিপাত করা হয়। এছাড়াও সেমিনারে প্রকৌশল খাতের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রকৌশল সেক্টরে চলমান ৯ম ও ১০ম গ্রেডে ডিপ্লোমা কোটা, প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা হয়। তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি ও রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি এর যৌথ উদ্যোগে সেমিনারটির আয়োজন হয়। এতে রাজশাহীর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের মিলনায়তনে ২৯ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. বিকালে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি এবং প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জাল, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি । অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, চেয়ারম্যান, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি । সঞ্চালনায় ছিলেন, ড. প্রকৌশলী মো. রবিউল ইসলাম সরকার, সম্পাদক, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান মনির, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন পিএন্ডএসডব্লিউ), রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি। উপস্থিত বক্তারা বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা ও আরোগ্য কামনা করে বলেন, জাতীয় জীবনে তার দীর্ঘ রাজনৈতিক অবদান দেশের মানুষের কাছে স্মরণীয়। এ সময় তারা তার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সবাইকে দোয়া করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে রাজশাহী কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ, তাদের পরিবার এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন, তেরখাদিয়া কলেজপাড়া জামে মসজিদ, রাজশাহীর খতিব ও পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা আনিসুর রহমান। পরে তার পরিচালনায় বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশলীবৃন্দ।

"Irrigation for Crop Production by Mitigating Ground Water Depletion in Barind Area" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে "Irrigation for Crop Production by Mitigating Ground Water Depletion in Barind Area" শীর্ষক সেমিনার ২৯ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার বিকাল ৪:০০ টায় আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি এবং প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জ্বাল, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি। উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী ড. মো. আবুল কাসেম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (সেচ উইং) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, চেয়ারম্যান, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি এবং সঞ্চালক ছিলেন ড. প্রকৌশলী মো. রবিউল ইসলাম সরকার, সম্মানী সম্পাদক, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান মনির, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন পিএন্ডএসডব্লিউ), রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি। এছাড়া অনুষ্ঠানে রাজশাহী কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রাজশাহী কেন্দ্রে SSC ও HSC ২০২৪ ও ২০২৫ পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত প্রকৌশলী কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে ২০২৪ ও ২০২৫ সালের ঝঝঙ্গ ও ঐঝঙ্গ পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত প্রকৌশলী কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২৯ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার বিকালে আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি এবং প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জ্বাল, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, চেয়ারম্যান, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি এবং সঞ্চালক ছিলেন ড. প্রকৌশলী মো. রবিউল ইসলাম সরকার, সম্মানী সম্পাদক, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান মনির, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন পিএন্ডএসডব্লিউ), রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি। এছাড়া অনুষ্ঠানে রাজশাহী কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা কেন্দ্র

"Road to Smart Grid in Power Distribution System of Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কুমিল্লা কেন্দ্র ও আইইবি'র তড়িৎকৌশল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে "Road to Smart Grid in Power Distribution System of Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন, চেয়ারম্যান, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী একেএম আখতারুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডেসকো। উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী মো. আশরাফ জামিল, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন পি এন্ড এসডব্লিউ) কুমিল্লা কেন্দ্র, আইইবি। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, কুমিল্লা কেন্দ্র, আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা, ভাইস-চেয়ারম্যান তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি। সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকৌশলী উমাশাহ উমায়ুন মনি চৌধুরী, সম্পাদক, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি এবং প্রকৌশলী মোহাম্মদ সায়েদুর রহমান, সম্মানী সম্পাদক, কুমিল্লা কেন্দ্র, আইইবি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপকেন্দ্র

"BNBC-২০২০ ইলেকট্রিক পার্ট" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপকেন্দ্র ও আইইবি'র তড়িৎকৌশল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে "BNBC-২০২০ ইলেকট্রিক পার্ট" শীর্ষক সেমিনার ১৪ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. বিকালে আইইবি চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান, চেয়ারম্যান, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE), এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (EE)। উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী মো. আনোয়ার হোসাইন, চেয়ারম্যান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপকেন্দ্র, আইইবি। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন। সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপকেন্দ্র, আইইবি।

নওগাঁ উপকেন্দ্র

আইইবি নওগাঁ উপকেন্দ্রে মতবিনিময় সভা

আইইবি নওগাঁ উপকেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত এক মতবিনিময় সভা ১৪ আগস্ট ২০২৫খ্রি. এলজিইডি নওগাঁর প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) ও প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, চেয়ারম্যান, আইইবি রাজশাহী কেন্দ্র। মতবিনিময় সভায় আইইবি বগুড়া কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ সহ আইইবি নওগাঁ উপকেন্দ্রের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অর্ধ শতাধিক প্রকৌশলী উপস্থিত হয়ে এক প্রাণবন্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে একটি আনন্দমুখর মুর্হূত অতিবাহিত করেন।

সংশোধনী

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ ৫০তম বর্ষ ১ম সংখ্যার পৃষ্ঠা নং ২৪-এ আইইবি সাব-সেন্টারগুলোর 'সম্পাদক' ও ওভারসিজ চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দের নাম ভুলক্রমে মুদ্রিত হয়নি। উক্ত সংবাদ পূর্ণাঙ্গরূপে ৫০তম বর্ষ ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত হলো। **ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ**

Sub-Centre, IEB

Pabna Sub- Centre
Engr. Sudhangshu Kumar Sarker, F/14212
Chairman
Engr. Md. Hafizur Rahman, F/10469
Vice-Chairman
Engr. Md. Monirul Islam, M/20618
Secretary

Kustia Sub- Centre
Engr. Md. Rabiul Islam, F/13500
Chairman
Engr. Zaman-E-Shabnam, M/17637
Vice-Chairman
Engr. Md. Rashidur Rahman, M/48591
Secretary

Patuakhali Sub- Centre
Engr. Mohammad Shahidul Islam, F/15948
Chairman
Engr. Md. Hossain Ali Mir,F/15493
Vice-Chairman
Engr. Md. Golam Rabbani, M/36693
Secretary

Cox`S Bazar Sub- Centre
Engr. Md. Zahangir Alam, M/22184
Chairman
Engr. Romel Barua, M/25365
Vice-Chairman
Engr. A. S. M. Mayen Uddin Khan, M/34502
Secretary

Feni Sub- Centre
Engr. Kazi Abul Hashem, F/14290
Chairman
Engr. Mohammad Aktarojjaman, M/19898
Vice-Chairman
Engr. Mohammad Shohidul Islam, F/14791
Secretary

Noakhali Sub-Centre
Engr. Jamal Hossain, F/8028
Chairman
Engr. Shaikh Firoj Kabir, F/7380
Vice-Chairman
Engr. Sheikh Mahfuzul Hossain, M/23084
Secretary

Brammanbaria Sub- Centre
Engr. Md. Faruque Hossain, F/9232
Chairman
Engr. M.K. Masuk, F/8324
Vice-Chairman
Engr. Md. Rafiqul Islam, F/12746
Secretary

Chapai Nawabgonj Sub-Centre
Engr. Md. Anwar Hussain, F/14106
Chairman
Engr. Md. Al Mamunur Rashid, M/25317
Vice-Chairman
Engr. Md. Mostafizur Rahman, F/14045
Secretary

Natore Sub-Centre
Engr. Md. Rezaur Rahman, M/20269
Chairman
Engr. Amit Kumar Dev, F/15465
Vice-Chairman
Engr. Md. Kamrul Hasan Sarkar, F/15320
Secretary

Overseas Chapter, IEB

Dubai Overseas Chapter
Engr. Mohammed Abdus Salam Khan, F/08344
Chairman
Engr. Kazi Abdul Bari, F/04529
Vice-Chairman
Engr. Md. Abdur Rashid, F/14149
Secretary

Qatar Overseas Chapter
Engr. Md. Arif Uddoula Pahlowan, F/ 13428
Chairman
Engr. Mohammed Habib Ullah, F/10690
Vice-Chairman
Engr. Md. Azizar Rahman, F/14402
Secretary

Oman Overseas Chapter
Engr. Md. Aminur Islam, F/ 14002
Chairman
Engr. Sharif Khan, F/14398
Vice-Chairman
Engr. Md. Jubair Ali, M/ 27630
Secretary

Australia Overseas Chapter
Engr. Md. Abdus Sukur Khan, F/ 14152
Chairman
Engr. Md. Zayedur Rahman, F/14148
Vice-Chairman
Engr. Md. Moshiur Rahaman, F/15631
Secretary

Engineering Staff College, Bangladesh (ESCB)

IEB HQ, Ramna, Dhaka-1000.

Tel: 880-2-223354144

E-mail: info@esc-bd.org, escb@esc-bd.org; web: www.esc-bd.org (for more detail)

Training on Engineering, Technology and Management Related Subjects

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Training Course on Subsoil Investigation	15
2	Introduction to Building Construction Regulations and Bangladesh National Building Code (BNBC)	15
3	Training Course on Managing Project using Microsoft Project 2016	21
4	Training course on Operation, Maintenance & Trouble Shooting of Electrical Machines	15
5	Training Course on Electrical Services for Buildings and Industries	12
6	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	36
7	Training Course on Fire Fighting System (FFS), Fire Detection System (FDS) & Fire Safety Assessment (FSA)	12
8	Training Course on Fire Safety in Building	9
9	Training Course on Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems	24
10	Industrial Instrumentation and Control Engineering	24
11	Training Course on IoT & Embedded System	30
12	Occupational Safety, Health & Environment Management (OHEM)	18
13	Pile Foundation : Design and Construction	15
14	Training Course on Programming of PLC for Industrial Automation, Maintenance and Troubleshooting of PLC System	50
15	Training Course on Plumbing Technology	12
16	Managing Projects Using PRIMAVERA P6 (Latest Version)	24
17	Training Course on Advanced PLC Course (Siemens S7 – 300 PLC)	24
18	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structures using STAAD.Pro Software	30
19	Training Course onCaptive Power Generation	15
20	Training Course on Seismic Design and Construction of RC Structures (Design and Construction of Earthquake Resistant Structures)	12
21	Training Course on Rajuk Imarat Nirman Bidhimala and FAR Calculation	9
22	FIDIC Training on Construction and Design-build (WB, ADB & JICA editions) and EPCT Contract	12

Training on Computer and IT Related Subjects

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Hardware Maintenance &Network Essentials (Module-I)	60
2	Networking & Windows 2008 Server (Module-II)	60
3	Redhat Certification and Linux (Friday) (Module-III)	80
4	Computer Fundamentals (Evening)	48
5	Tekly Software for Civil Engineers	40
6	AutoCAD (2D) & (3D)	40+24
7	3D Studio MAX + Photoshop	70
8	RDBMS Programming with Oracle (Friday)	70
9	Photoshop+Illustrator	36
10	REVID Architecture	63
11	Computer Ethical Haking	40
12	Forensic Investgation of Computer Hacking	50
13	Geographic Information System (GIS)	48
14	Website Design and Development (Module-A)	60

রেজি নং-ডিএ-১৯২৭, ৫০তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা জুন-নভেম্বর ২০২৫ খ্রি.

নদী শুকিয়ে গেলে কি হবে?

- কৃষি ও বাস্তুতন্ত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে
- মাটির স্বাস্থ্যের অবনতি হবে
- চরম বন্যা ও খরা দেখা দিবে

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)

The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB)

শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-১০০০

www.iebbd.org IEBangladesh